প্রবোধ চন্দ্রিকা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত।

শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল

সন ১৮৩৩।

PRUBODH CHUNDRIKA,

COMPILED BY

THE LATE

MRITYUNJOY VIDYULUNKAR,

MANY YEARS CHIEF PUNDIT IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1833.

THIS work was composed by the late MRITYUNJOY VIDYALUNKAR, one of the most profound scholars of the age, and for many years chief pundit in the College of Fort William, for the use of the Young Gentlemen of the Civil Service studying in that Institution. The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

J. C. M.

Serampore,
May 15th, 1833.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম স্তবক।

প্রথম কুসুম।

দ্বিতীয় কুসুম।

তৃতীয় কুসুম।

চতুর্থ কুসুম।

পঞ্চম কুসুম।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রথম কুসুম।

দ্বিতীয় কুসুম।

তৃতীয় কুসুম।

চতুর্থ কুসুম।

চতুর্থ কুসুম।

পঞ্চম কুসুম।

চতুর্থ স্তবক।

প্রথম কুসুম।

দ্বিতীয় কুসুম।

তৃতীয় কুসুম।

চতুর্থ কুসুম।

পঞ্চম কুসুম।

ষষ্ঠ কুসুম।

প্রবোধ চান্দ্রকা।

মুখ বন্ধ।

অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা কিম্বা একপঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলীবিন্যাসবিশেষবশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষাবিশেষবশতঃ অনেক প্রকার ভাষাবৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জর ধ্বনি তুল্যধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারি ঋষভ স্বর। অজা শব্দ সদৃশ গান্ধার স্বর। ময়ূররবাকার ষড়জ স্বর। ক্রৌঞ্চস্বনোপম মধ্যম স্বর। অশ্বস্বনসঙ্কাশ ধৈবত স্বর। কুসুমসময়কালীন কোকিলকাকলীতুলিত পঞ্চম স্বর রূপ সপ্তমাত্র সংখ্যক স্বর সংস্থানবিশেষবশতঃ অসংখ্যাত গান বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্রূপ প্রসিদ্ধ সর্ব্বভাষা চতুর্ব্ব্যূহরূপা হন।

অনভিব্যক্ত বর্ণা ধ্বনিমাত্র রূপা পরা নাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনবকুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তীনামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক বাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশু ভাষা। তারপর বাক্যরূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্রস্বরূপা বিবিধ জ্ঞানপ্রকাশিকা সর্ব্ব ব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা।

ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ
প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্ব্যূহরূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্ব
রূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরা পশ্যন্তী
মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্ব্যূহরূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই। দূরবর্ত্তি হট্টগামি লোকেরদের শ্রবণবিষয়ী
ভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর ক
তিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষবশতঃ খণ্ডশঃ
বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন ভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদ
মাত্র শ্রবণ হয়। তদনন্তর হট্টনিকট প্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারি
পুরুষেরদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদিভাষা চতুর্ব্ব্যূহ
রূপে প্রবর্ত্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্ব্বোক্তক্রম হট্টস্থ পুরুষ ভা
ষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষ ভাষার চতুর্ব্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয়
হয়। তবে যে অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র
প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবা
বস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এত
দ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষাহইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা বহু
বর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত এক দ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষাহইতে বহুতরাক্ষর মনু
ষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়।
অন্যান্য দেশীয় ভাষাহইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্ব্বো
ত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধি
ষ্ঠিত দেশহইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে
সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনবযু
বক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ চন্দ্রিকা নামে
গ্রন্থ রচিতেছেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং মুখ বন্ধে ভাষা
প্রসংশা নাম প্রথম কুসুমং।

দ্বিতীয় কুসুম।

শ্রীল শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূপালতনয় শ্রীল শ্রীবৈজপালাভিধান ধ
রণীপাল ছিলেন। তিনি একদা সর্ব্ববিষয় ভাজন সভ্যজনমধ্যে
অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে দধীচির অস্থি

বজ্রসার ময় ছিল এবং কর্ণের চর্ম্ম অভেদ্য বর্ম্মর ন্যায় ছিল তাঁহারাও এ ভূতলে বহুকাল রহেন নাই সম্প্রতি তাঁহারদের সে শরীরও নাই ও সে বিভবও নাই ও সে রাজ্যাধিকারো নাই কিন্তু ঐ দধীচির স্বমরণ স্বীকারপূর্ব্বক বজ্র নির্ম্মাণার্থ অস্থি দান জনিত কীর্ত্তিমাত্র ও কর্ণের যে অক্ষয় কবচ যাহাস্ত্যো চর্ম্ম বর্ম্মের ন্যায় ছিল সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু স্বীকারে যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে। এ জীবলোকে জীবন কমলদলগত জলতুল্য চপল হইয়াছে। নবছিদ্র শরীরে প্রাণবায়ুর অবস্থানই আশ্চর্য্য কখন কোন্ পথে প্রস্থান যে করিবেন সে সহজ। এসংসার নাম মাত্র সংসার বস্তুতঃ অসার। সকলই অচিরস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু অক্ষরনিবদ্ধা কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী অতএব ইহলোকে ও পরলোকে সুখদ যে কর্ম্ম সেই দূরদর্শিরদের প্রত্যহ অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার স্থাবিরাবস্থার উপস্থিতি হইল যে অবস্থাতে শরীর শীর্ণ ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ লোচন গলিত বাক্য স্খলিত কেশপলিত মাংস লোলিত দন্ত চলিত হয়। পুত্র শিশু ক্রীড়াতে আসক্তচিত্ত বিদ্যাভ্যাসেতে অনাসক্তমনাঃ কিরূপে প্রজা পালনও রাজ্য রক্ষা করিবেন। এবম্বিধ বিবিধপ্রকার ভাবনা করিয়া শ্রীমান্ বৈজপাল ভূপাল খেলায়মান শ্রীধরাধর নাম নিজবালককে স্বসন্নিধানে আনিয়া কহিলেন ওরে বাছা বিদ্যাভ্যাস কর বিদ্যাতে রিপুরা পরাজিত হয় বিদ্যাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয় বিদ্যাতে যশো লাভ হয়। অর্থসাধন ও ধর্ম্ম বিদ্যাতেই হয় বিদ্যা পিতৃতুল্য হিতকারিণী বিদ্যা মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন বিদ্যা প্রেয়সী প্রায় সুখ দেন বিদ্যা কল্পলতাতুল্য সর্ব্বাভিলাষ দেন। সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে দিনে২ বাড়ে কোন প্রকারে সুজাত বিদ্যাধন নষ্ট হয় না রাজ দণ্ডেতে হৃত হয় না চোরেতে অপহৃত হয় না অগ্নিতে দগ্ধ হয় না দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না চাকরেরা খাইয়া ফেলিতে পারেনা কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না মরিলে পরও সঙ্গে যায়। হে পুত্র দেখ শুন স্ববুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝ আমার কথা নিরন্তর স্মরণ করিও আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ কর।

হে পুত্র, এক চেতনরূপী পরমেশ্বর এ জগতের উৎপত্তির

কারণ ঈশ্বরকার্য্য ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চ মাত্র অচেতন। কারণ ঘট পটকারকাদির চেতনা কার্য্য ঘটপটাদির অচেতনতা ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এ জগতের আদি কর্ত্তা পরমেশ্বর চেতন তিনি এক অনেকেশ্বর কল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণাভাব। তৎসৃষ্ট যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক এই নিশ্চয় চিন্মাত্ররূপী পরমেশ্বর অচেতনমাত্রাত্মক পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন আমি এক চেতন মদ্ব্যতিরেকে কিরূপে মৎ সৃষ্ট অচেতন পদার্থসকল ব্যাপার যোগ্য হইবেক। চেতনাধিষ্ঠানব্যতিরেকে অচেতনব্যাপার হয় না। যেমন সারথির অধিষ্ঠানাভাবে রথের গমন ব্যাপারাভাব। এইরূপ চিন্তা করিয়া যদ্যপি স্বসৃষ্ট পদার্থ মাত্রের সমান ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন তথাপি লোকতঃ চেতনাচেতন বিভাগ বুদ্ধিভাবাভাবকৃত যথা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম মধ্যে জরায়ুজ মনুষ্য গবাদি অণ্ডজ পক্ষি সর্পাদি স্বেদজ কৃমি দংশমসকাদি এই ত্রিবিধ ভূতগ্রাম চেতন উদ্ভিজ্জ তরু গুল্ম লতা শৈলাদিরূপ একবিধ ভূতগ্রাম অচেতন এবং চেতনজাতীয় মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদি মধ্যে যে উত্তমমধ্যমাধম বিভাগ সে বুদ্ধির উত্তমত্বমধ্যত্বাধমত্বপ্রযুক্ত। অতএব এ সংসারে চেতন সেই যে বুদ্ধিমান অচেতন সেই যে বুদ্ধ্য ভাববান্। যদ্যপি চেতন জাতীয়েরদের স্বং প্রকৃতিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত বুদ্ধি বিবিধ প্রকার হয় তথাপি সামান্যতো বুদ্ধি দুই প্রকার নৈসর্গিকী ও শাস্ত্রীয়া। এই বিবিধ বুদ্ধিমধ্যে নৈসর্গিকী বুদ্ধি আহার নিদ্রা ভয়াদিমাত্রোপযোগিনী পশুমনুষ্যসাধারণী স্থূলা সহজা। শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি শাস্ত্রানুশীলন গুরূপদেশজনিতা ঐহিকপারত্রিকানুকূল সূক্ষ্ম বিষয়াবধারণক্ষমা তীক্ষ্ণা দুর্লভা।

অতএব হে পুত্র স্ববুদ্ধির স্থূলত্ব দোষপরিহারার্থে শাস্ত্ররূপি শানে সতত অনুশীলনরূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রদেশ স্পর্শন করত অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূল বুদ্ধি প্রস্তর প্রায় বিষয়ের যাবৎ প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরেই থাকে। এতাদৃশ যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই বুদ্ধি তাদৃশ বুদ্ধি যার সেই বুদ্ধিমান সেই বলবান যে বলবান তাহারই রাজ্য অতএব লোকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাকিতেও

শাস্ত্রীয় বুদ্ধিরহিতকে নির্ব্বুদ্ধি বলে। নির্ব্বুদ্ধি হইলে রাজপুত্র হইয়া ও পিতৃপিতামহ ক্রমাগত রাজ্যাধিকার রহিত হইয়া রঙ্ক হয়। শাস্ত্রাভ্যাসজনিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনয় ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য শৌর্য্যাক্রৌর্য্যাদি গুণগণসম্পন্ন ভূপালবালক প্রজালোকেরদের প্রিয়তর হন। কোন পণ্ডিতেরা বুদ্ধি তিন প্রকার হয় ইহা বর্ণনা করেন। তৈলবৎ বুদ্ধি প্রথমা উত্তমা যেমন তৈলবিন্দু জলের এক দেশ স্পর্শ করামাত্রেই তাবদ্দেশ ব্যাপে তেমনি যে বুদ্ধি শাস্ত্রার্থৈকদেশ স্পর্শ করতই যাবদর্থ গ্রহণ করে সেই উত্তমা প্রথমা। চর্ম্মবৎ বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা যেমন চর্ম্ম সূচ্যাদিকরণক যৎ প্রদেশে বিদ্ধ হয় তাবন্মাত্র প্রদেশে সচ্ছিদ্র হয় আর২ প্রদেশে পূর্ব্বের মতই থাকে তেমনি যে বুদ্ধি যাবন্মাত্র শাস্ত্রার্থকরণক সংস্পৃষ্ট হয় তাবন্মাত্রার্থ গ্রহণ করে অধিকার্থ গ্রহণ করিতে পারে না সেই বুদ্ধি দ্বিতীয়া মধ্যমা। নমদানামক বস্ত্রবিশেষবৎ বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা যেমন নমদানামক বস্ত্র সূচ্যাদি বিদ্ধ প্রদেশেতে সূচ্যাদিতে অবিদ্ধ প্রদেশের ন্যায় থাকে তেমনি যে বুদ্ধি পঠিত শাস্ত্রার্থে অপঠিত শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে সেই বুদ্ধি তৃতীয়া অধমা।

এবং অরি মিত্র অরিমিত্র মিত্রমিত্র অরিমিত্রামিত্র পুরোবর্ত্তি এই পঞ্চ প্রকার রাজা ও পার্ষ্ণিগ্রাহ আক্রন্দ পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রান্দাসার মধ্যম উদাসীন পশ্চাদ্বর্ত্তি এই ছয় প্রকার রাজাসমুদায়ে একাদশবিধ রাজচক্রমধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজিগীষুসংজ্ঞক মহারাজাধিরাজরূপে সেই এক তদ্বৎপ্রকাশ পায় যেমন একাদশ আদিত্য মধ্যে দিনকৃৎ প্রকাশ পান। এবং চিরস্থায়ি সেই রাজার নিমিত্তে অচিরস্থায়ি আর২ রাজা সকল প্রবর্ত্তমান থাকেন যেমন স্থায়ি রসার্থে প্রবর্ত্তমান অস্থায়িভাব সকল হয় এবং যেমন মণিময় মালার মধ্যবর্ত্তী অতিতেজস্বী মধ্যনায়ক শোভা পায় তেমনি পার্ষ্ণিগ্রাহাদি পশ্চাদ্বর্ত্তি ভূপালাবলিও পুরোবর্ত্তি অরি প্রভৃতি রাজরাজীরূপ মালার মধ্যবর্ত্তী সকল রাজার তেজের ভিভবকারী নায়করূপে সেই রাজা বিরাজমান হয় যে অষ্ট গুণ প্রজ্ঞাতে প্রাজ্ঞতম হয়। বুদ্ধির অষ্ট গুণ এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছা শাস্ত্রশ্রবণ শাস্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রধারণ অর্থাৎ মনে রাখা শাস্ত্রীয় সদর্থোৎপ্রেক্ষণরূপ ঊহ অসদর্থ নিরসনরূপ অপোহ অর্থ জ্ঞান

তত্ত্বনিশ্চয়। অতএব হে পুত্র সতত শাস্ত্রাভ্যাসকরত বুদ্ধির তী ক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। অনন্তর পুরস্থজনসমূহের ও প্রজাজন সমা জের মনোনুরঞ্জনকারী হইয়া পিতৃপিতামহাদি পুরুষ পরম্পরা তে ক্রমাগত রাজ্যের রক্ষা কর। হে পুত্র বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এই শাস্ত্রীয় বাক্যের যদ্যপি যুদ্ধমাত্র বীর পুরুষের ভোগ্যা পৃ থিবী হন এই অর্থ আপাততঃ প্রতীয়মান হয় তথাপি যুদ্ধবীর দয়াবীর দানবীর যে পুরুষ তাহারি ভোগ্যা এই পৃথিবী হন এই তাৎপর্য্যার্থ। যেহেতুক যুদ্ধমাত্র বীর রাজকীয় যে পুরু ষেরা তাহারা কেবল যুদ্ধ করে রাজদত্ত বেতনমাত্র ভোগ করে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বীর যে পুরুষ সেই ক্রমাগত রাজ্যভোগ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে করে। অতএব হে পুত্র যুদ্ধবীর ও দয়াবীর ও দান বীর হও।

হে পুত্র আর শুন এ জগতের ধারণ কর্ত্তা যে হয় তাহাকে শাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দে কহে এবং এ জগতের বিনাশকারী যে হয় তা হাকে অধর্ম্ম শব্দে কহে তবে যে রাজার ভূধারকতা সে ধর্ম্মদ্বা রা যেহেতুক অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সেও ধর্ম্মব্যতিরেকে পৃ থিবী ধারণ করিতে পারে না কিন্তু অধর্ম্মেতে সকল নষ্ট হয় অত এব রাজার ভূধারকতা ধর্ম্মনিমিত্তক স্বমাত্র নিমিত্তক নয় অত এব সত্যযুগে সকলের ধর্ম্মমাত্রাচরণ যেপর্য্যন্ত ছিল তাবৎপর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে রাজা কেহ ছিল না পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধর্ম্ম সঞ্চার হ ওয়াতে পরমেশ্বর সত্যের শেষাবধি এতৎপর্য্যন্ত অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণক স্বসৃষ্ট পৃথিবীর রক্ষার্থে রাজত্বপদে কালবিশেষে পুরুষবিশেষকে বরাবর স্থাপিত করিয়া আসিতে ছেন। এবং যে বস্তু যে নির্ম্মাণ করে সে বস্তু তৎকর্তৃক দানবি ক্রয়াদিব্যতিরেকে তাহারি থাকে। এ পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পর মেশ্বর স্বনির্ম্মিত পৃথিবী কখন কাহাকেও দান করেন নাই ও বিক্রয়ও করেন নাই অতএব এই পৃথিবীপরমেশ্বরেরি। পরমে শ্বরেচ্ছানুসারে স্বকীয় পৃথিবী পালনার্থে যখন যে রাজপদে স্থাপিত হয় তখন তাহার উপযুক্ত এই হয় যে শাস্ত্রোক্ত রাজ ধর্ম্মানুস্মরণপূর্ব্বক অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণক দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালনার্থে প্রজা লোকেরদেরহইতে নিয়মিত কর গ্রহণ করত এ পৃথিবীর পালন করেন। সকল রাজধর্ম্মের

তৎপর্য্যার্থ এই। তাদৃশ রাজধর্ম্ম বিপরীতকারী শিশ্নোদরমাত্র পরায়ণ স্বভাণ্ডার পরিপূরণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিং রাজা সে কৃতসুরাপান বৃশ্চিকদষ্ট ভূতাবিষ্ট বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়।

হে পুত্র মনোযোগ কর এ মনুষ্য লোকে যদি কেহ কোন ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যেতে স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টারণ করে সে ইহলোকে রাজদণ্ড ও অকীর্ত্তিভাগী হইয়া পরলোকে বহুতর কালপর্য্যন্ত নরকভাগী হয়। এ পৃথিবী জগদীশ্বরের ইহাতে আমার এ পৃথিবী এতাদৃশ বুদ্ধিকারী যে প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারী কিং রাজা তাহার কথা কি কহিব। বিদ্যাভ্যাসব্যতিরেকে রাজ্যরক্ষার কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক বিজ্ঞান হয় না। অতএব হে পুত্র বিদ্যাভ্যাসেতে সতত মানসের আবেশ কর এবং বিদ্যাভ্যাস প্রতিবন্ধক যে সকল তাহাতে হেয়জ্ঞান কর। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক এই সকল, বহুজনসহবাস উত্তম মিষ্টান্ন ভোজনাভিলাষ গন্ধপুষ্পবনিতাদির উপভোগ ইতস্ততো নিরর্থক ভ্রমণ নৃত্যগীতবাদ্যে অনুরাগ পাশকাদি ক্রীড়া বুদ্ধিভ্রংশকারি মাদক দ্রব্যপানাদি।

ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈজপাল ভূপালের বালক শ্রীধরাধর অত্যন্ত লজ্জান্বিত হইয়া সবিনয় বচনে জনক সন্নিধানে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ তাৎকালিক বিরস পরিণামসুখদ কটু তিক্ত কষায় ঔষধ বাহ্যজ্বরাদি রোগ নিবৃত্ত্যর্থ পিতা পুত্রকে পান করান। আপনি তাৎকালিক পরিণাম উভয় সুখদ উপদেশরূপ অমৃত তাহা মূর্খত্ব দোষ নিবৃত্তিপূর্ব্বক আন্তরিক রোগের উপশমনার্থ পান করাইলেন তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। সংপ্রতি কোন্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিব তাহা আজ্ঞা করুন।

স্বতনয়ের এতদ্রূপ সবিনয় বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীল শ্রীবৈপাল ভূপাল অত্যন্ত সন্তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া পুত্রকে মুখচুম্বনপূর্ব্বক স্বক্রোড়ার্পিত করিয়া কহিলেন হে পুত্র অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে নীতি বিদ্যা ও অস্ত্র বিদ্যা রাজ্যকর্ম্মোপযোগিনী যদ্যপি

হয় তথাপি অস্ত্র বিদ্যাহইতে নীতি বিদ্যা অধিকোপযোগিনী। যেহেতুক নীতি বিদ্যাতে রাজ্য স্থির থাকে অতএব নীতি শাস্ত্রের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রার্থ জ্ঞান শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়মূলক। তাৎপর্য্য নির্ণয় বাক্যার্থ জ্ঞানমূলক। বাক্যার্থজ্ঞান পদার্থ জ্ঞানমূলক। পদার্থজ্ঞান পদজ্ঞানমূলক। পদজ্ঞান ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞানমূলক। অতএব প্রথমতঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানের সুসাধ্যতা নিমিত্তে ব্যাকরণ শাস্ত্রাভ্যাসকরণক তদর্থ জ্ঞান করিয়া নীতি বিদ্যাভ্যাস কর। ব্যাকরণজ্ঞানব্যতিরেকে অন্য শাস্ত্রজ্ঞান দুস্কর যে ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যায়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রজ্ঞান করিতে ইচ্ছা করে সে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে জলোপরি বেগেতে গমন করে যে সর্প তাহার চরণ গণনা করিতে পারে। অতএব ব্যাকরণাভ্যাস অগ্রে কর অনন্তর নীতি বিদ্যাভ্যাস কর তৎপশ্চাৎ আর২ বিদ্যানুশীলন করিও। ব্যাকরণ জ্ঞানরহিত বুদ্ধি খোদকতা রহিত হয়। অতএব ব্যাকরণ প্রথমতঃ অবশ্য অধ্যেতব্য। এই বিষয়ে কেহ কহে যেমন লৌকিক গাছ মাছ ইত্যাদি শব্দ ও তদর্থ জ্ঞান লৌকিক ব্যবহার করিতে২ ক্রমশঃ হয় তেমনি সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিতে২ শাস্ত্রীয় শব্দ ও তদর্থ জ্ঞান উত্তরোত্তর হইবে অতএব ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যায়ন নিষ্প্রয়োজন তদ্ধেতুক অধ্যেতব্য নয়। সে কিছু নয় যেহেতুক ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের সাধুত্ব অসাধুত্ব জ্ঞাপন নতু শব্দ জ্ঞাপন শব্দ সকলের নিত্যত্বহেতুক এ শব্দ উত্তম এ শব্দ অধম ও এ শব্দ এই২ অক্ষরে হয় অন্যাক্ষরে হয় না যেমন দন্ত্য সকারান্ত বিস শব্দ মৃণালবাচক মূর্দ্ধন্য ষকারান্ত বিষ শব্দ গরলবাচক। অতএব অধম শব্দে হেয়ত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক বাচক শাস্ত্রীয় শব্দের উপাদেয়ত্ব জ্ঞান নিমিত্তক ব্যাকরণ শাস্ত্র অবশ্য অধ্যেতব্য বটে। যদ্যপি লৌকিক ব্যবহার কালে মৎস্যমানয় মাচ আন এই দুই বাক্যের তুল্য ফল হউক তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারকালে অর্থ অনর্থরূপ বিভিন্ন ফলকতা বেদে শ্রুত আছে। এবং সভার ভূষণ পণ্ডিত পণ্ডিতের ভূষণ উত্তমালঙ্কার যুক্ত শব্দ প্রয়োগ। যে ব্যক্তি ব্যাকরণজ্ঞানবিহীন হইয়া সাধু শব্দ প্রয়োগাভিলাষী হয় সে যদি মৃণালতন্তুতে মত্ত হস্তিকে বন্ধন করিতে পারে তবে স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। হে পুত্র শুন পরমেশ্বর গুণাদি বর্ণনাবিষয়ে কেহ যদ্যপি কদাচিৎ একও সাধু শব্দ প্রয়োগ করে

তবে তার পরলোকে উত্তম গতি হয় ইহা শ্রুতিতে শ্রুত আছে অতএব ঐহিকপারত্রিক ফল সিদ্ধ্যর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য এই নিশ্চয়।

শ্রীল শ্রীবৈজপাল ভূপাল এতাদৃশ নানাপ্রকার উপদেশ করিয়া স্বপুত্রের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া প্রথমতঃ আচার্য্য প্রভাকরনামক নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণকে স্বনিকটে আনাইয়া কহিলেন হে আচার্য্য প্রভাকর আপনি ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রাধ্যাপনারূপ স্বপ্রভা প্রকাশ করিয়া মৎপুত্র শ্রীধরাধর বর্ম্মার হৃদয়াকাশে মূর্খতারূপ কুজ্ঝটিকাপসরণ করত বুদ্ধিরূপ পদ্মিনীর প্রকাশ করুন। আচার্য্য প্রভাকর শর্ম্মা মহারাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ আপনি শ্রীল শ্রীমহারাজাধিরাজ বীর বিক্রমাদিত্যের কুলতিলক সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ পারদর্শী পরম কৃপালু সকলজনহিতৈষী অতিশয় ধার্ম্মিক আপনকার ধর্ম্মপত্নীজ ঔরস সন্তান ইনি অতএব ইহাঁর পাণ্ডিত্য ধার্ম্মিকত্বাদিগুণগণ সহজই বটে কিন্তু বালকতারূপ জড়তাপ্রযুক্ত বুদ্ধিসঙ্কোচেতে সঙ্কুচিত আছে। আমার পাঠনাতে বুদ্ধি প্রকাশ হওয়াতে তন্নিষ্ঠ গুণসকল অবশ্যই প্রকাশিত হইবে কেননা রজনীপ্রযুক্ত পদ্মিনী সঙ্কোচেতে সঙ্কুচিত যে তদীয় সুগন্ধি সে কি সূর্য্যের রশ্মিতাপনাতে পদ্মিনী প্রকাশ হওয়াতে অবশিষ্ট থাকে। হে মহারাজ যেমন ময়ূরাণ্ডোদরবর্ত্তি যে জল সে পরপর বিচিত্র ময়ূরাকারে পরিণাম পায় সর্পাণ্ডোদরবর্ত্তি জল বিষধরাকারে পরিণাম পায় বিপরীত কদাচ হয় না তেমনি যাদৃশ শুক্রশোণিত পরিণাম যে প্রাণিশরীর হয় সে তাদৃশ যদ্যপি হউক কেননা কারণগুণ কার্য্যেতে অবশ্য থাকে। যেমন শুক্ল সূত্রের পট শুক্ল রক্ততন্তুর বস্ত্র রক্ত তথাপি আপন২ জন্মান্তরীয় কর্ম্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্ত কিছু২ বৈলক্ষণ্যও হয়। স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বরের জগদ্বৈচিত্র্য ইষ্ট। দেখ বর্ত্তমান মনুষ্য জাতিতে কখন কেহ কার সমানাকার নয় এই দৃষ্টান্তে জাত জনিষ্যমাণ নর জাতিমধ্যে সমানাকারতার অভাব নিশ্চয় হয়। অতএব হে মহারাজ আপনকার হইতে আপনকার পুত্রের যে বৈলক্ষণ্য হইতে পারিবে সে উৎকৃষ্টতাকৃতই হইবেক কেননা আপনকার অনেক পুণ্যানুষ্ঠানের ফল ইনি যেমত দশরথের পুত্র রাম

এবং গুরূপদিষ্ট ছাত্রমাত্রে যদ্যপি তুল্যরূপ হউক তথাপি স্থান বিশেষে ফল বিশেষোপধায়ক হয় যেমন রবির প্রকাশ সর্ব্বত্র যদ্যপি সমানভাবে হউক তথাপি কাঁচ ভূমিতে চাকচক্য বিশেষ হয়। আচার্য্য প্রভাকর রাজসন্নিধানে এবম্বিধ নানাপ্রকার বাক্যকৌশল করিয়া রাজপুত্রসমভিব্যাহারে স্বগৃহে গেলেন। ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং বিদ্যা প্রসংশানাম দ্বিতীয় কুসুমং।

তৃতীয় কুসুম।

তদনন্তর বার তিথি নক্ষত্র যোগকরণ এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধ দিবসে চন্দ্রতারানুকূলে শুভলগ্নে বর্ণপাঠানুক্রমে রাজপুত্রকে বিদ্যা ভ্যাস করাইতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজপুত্র শুন বর্ণ শব্দে স্বর ও হল ও বিসর্গ ও অনুস্বারকে কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে। এ সমুদায়ে বর্ণপঞ্চাশৎ। হকারের পর ক্ষকারের পূর্ব্ব আর এক লকার হয় এমতে অক্ষর সমুদায় একপঞ্চাশৎ। অকারাদি ষোড়শ স্বরের মধ্যে অকারা বধি ঔকারপর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ বর্ণ সেই স্বর। অং অঃ এই দুই বর্ণ অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিন্দু বিসর্জনীয়। এই দুই বর্ণ স্বরধর্ম্মি যেহেতুক দীর্ঘ ঌকার ব্যতিরিক্ত অকারাদি ত্রয়োদশ বর্ণ যেমন পূর্ব্বেতে বর্ণ পাইলে স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়া প্রায় থাকিতে পারে না তেমনি অনুস্বার বি সর্গ স্বাতন্ত্রে থাকিতে পারে না। অতএব এই দুই অক্ষর স্বর ধর্ম্মি। বর্ণ পাঠেতে এই দুই বর্ণের অকার সহিত পাঠের বীজ এই। ঈশ্বরজন্য জীবলোক এ জীবলোক যেমন ঈশ্বরধর্ম্মভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। তেমনি এই দুই বর্ণ মকার ও সকার ও রেফরূপ হলবর্ণজন্য হইয়া হলভিন্ন স্বর ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। অতএব স্বর ও হল এই দুয়ের মধ্যে এই দুই বর্ণের গণনা নাই। স্বজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম আশ্রয় যে করে তার দশাই এই।

কুক্কুট শব্দেতে ক্রমিক যে তিন শব্দ হয় তাহার মধ্যে প্রথম

শব্দ তুল্যোচ্চারণ হ্রস্ব। দ্বিতীয় শব্দ তুল্যোচ্চারণ দীর্ঘ। তৃতীয় শব্দোচ্চারণতুল্য প্লুত। এ ও ঐ ঔ এই চারি স্বরকে সন্ধিজ শব্দে কহে। এই চারি স্বর দীর্ঘ ও প্লুত হয় হ্রস্ব হয় না এতদ্রূপে এ চারি বর্ণ আট প্রকার হয়। ঌকার দীর্ঘ হয় না যেহেতুক ঌকারদ্বয় যোগে দীর্ঘ ৠকার হয় এইপ্রযুক্ত ঌকার হ্রস্ব প্লুত ভেদে দুই প্রকার হয়। অ ই উ ঋ এই চারি স্বর একৈকশঃ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতভেদে দ্বাদশ প্রকার হয়। এইরূপে সমুদায়ে স্বর বাইশ প্রকার হয়। এমত সমুদায়ে বর্ণ সপ্তপঞ্চাশৎ অর্থাৎ সাতান্ন সংখ্যক হয়। বোপদেবের মতে দীর্ঘ ৡকারেরও প্রয়োগ হইতে পারে। ককার খকারের পূর্ব্ববর্ত্তি বিসর্গ সে জিহ্বামূলীয় শব্দে কহা যায় তাহার লেখন প্রকার x বজ্রাকার। পকার ফকারের পূর্ব্ববর্ত্তি অনুস্বারকে উপধ্মানীয় করিয়া বিকল্পে কহে তাহার সংস্থান ꣳ গজকুম্ভাকার। প্রত্যেকে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত যে স্বরসকল তাহারা একৈক উচ্চনীচ সমানরূপ যে ত্রিবিধ উচ্চারণ তৎপ্রযুক্ত উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতভেদে ভিন্ন হইয়া নব প্রকার হয়। এবং সানুনাসিক নিরনুনাসিকরূপ দ্বিবিধভেদে প্রত্যেকে অষ্টাদশ প্রকার হয়। হ্রস্ব ও প্লুত ঌকার দীর্ঘ ও প্লুত এ ও ঐ ঔ এই স্বরসকল উদাত্তাদি স্বরভেদে প্রত্যেকে ষট্ প্রকার হইয়া সানুনাসিক নিরনুনাসিক ভেদে প্রত্যেকে দ্বাদশ প্রকার হয়। ককারাদি মকারপর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি হলবর্ণ স্পর্শসংজ্ঞক হয়। তাহারা পাঁচ পাঁচ হইয়া বর্গসংজ্ঞক হয়। য র ল ব এই চারিবর্ণ অন্তঃস্থ শব্দে কথিত হয়। শ স ষ হ এই চারিবর্ণকে উষ্ম শব্দে কহাযায়। বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর য ব ল এই আঠার অক্ষর অল্প প্রাণ হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত মহাপ্রাণ হয়। কোন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বর্ণ তিন প্রকার হয় মহাপ্রাণ মধ্যপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ। বর্গের খকারাদি পাঁচ চতুর্থবর্ণ আর হকার ও রেফ ও বিসর্গযুক্ত অনুস্বারযুত ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ এই সকল মহাপ্রাণ হয়। বর্গের আদি ক কারাদি পাঁচ পঞ্চম বর্ণ ঙকারাদি পাঁচ য ব ল ও ককারাদি এই সকল অক্ষর অল্প প্রাণ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণভিন্ন যে অক্ষর সে মধ্যপ্রাণ হয় স্বর হল সংযুক্ত যে বর্ণসকল সে যদ্যপি সংযুক্ত হউক তথাপি সংযুক্ত যে হলবর্ণদ্বয় তাহাকেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে সংযুক্ত শব্দে কহিয়াছেন।

বর্ণসকলের উচ্চারণ স্থান এই। কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বামূল নাসিকা। অকার ত্রয় ক বর্গ হকার বিসর্গ এই দশ বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ইকার ত্রয় চ বর্গ যকার শকার এই দশ বর্ণের তালু। ঋকার ত্রয় ট ঠ ড ঢ ণ রেফ ষকার এই দশ বর্ণের মূর্দ্ধা। ৯কারদ্বয় ত বর্গ ল স এই নয় বর্ণের দন্ত। উ ত্রয় প বর্গ ও উপাধ্মানীয় এই নববর্ণের ওষ্ঠদ্বয়। ককারাদি পঞ্চবর্গের অন্ত্য ঙকারাদি পঞ্চবর্ণের আপন২ বর্গের যে কণ্ঠাদি উচ্চারণ স্থান সে এবং নাসিকাও হয়। একার ঐকারের কণ্ঠ তালু। ওকার ঔকারের কণ্ঠোষ্ঠ। বকারের দন্তৌষ্ঠ। জিহ্বামূলীয়ের জিহ্বামূল। অনুস্বারের নাসিকা। যেমন পুরুষ শক্তিব্যতিরেকে নিষ্ক্রিয় শক্তি সহযোগে সক্রিয় তেমনি এই ব্যঞ্জন বর্ণসকল স্বর সহযোগব্যতিরেকে স্পষ্টোচ্চারণ ক্রিয়ার হিত। স্বর সহিত হইলেই সুস্পষ্টোচ্চারণ ক্রিয়াযোগ্য। অতএব শৈবদর্শনাদি শাস্ত্রে হল সকলকে পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন। এবং ঋ ৯ ব্যতিরিক্ত স্বর সকলকে শক্তি করিয়া কহিয়াছেন। ঋ বর্ণ ৯ বর্ণকে নপুংসক করিয়া কহিয়াছেন। অতএব ঋ বর্ণ ৯বর্ণ যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু বিকল্পে হয়। কেননা নপুংসকের স্ত্রীপুংধর্ম্মিত্বপ্রযুক্ত ঋবর্ণ ৯ বর্ণের হলধর্ম্মিত্ব ও স্বরধর্ম্মিত্ব হয়। হলধর্ম্মিত্ব পক্ষে তদ্যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু হইতে পারে স্বরধর্ম্মিত্ব পক্ষে তদ্যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু হইতে পারে না। স্বরযুক্ত বর্ণের যে সংযুক্তত্ব নাই তাহা পূর্ব্বে কথিত আছে। এই সকল বর্ণ গুরু হয়। দীর্ঘ ও দীর্ঘযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ ও সবিসর্গ ও অনুস্বারযুক্ত। শ্লোকের পাদের অন্ত্যবর্ণ ও প্র ও হ্র এই দুই সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ বিকল্পে গুরু হয়।

হে রাজকুমার তোমাকে বর্ণসকলের বিশেষ কহিলাম বিলক্ষণরূপে অভ্যাস করিয়া চিত্তেধারণ কর সুবুদ্ধি শিষ্যের চিত্তেতে গুরুর ঈষদুপদেশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া প্রকাশ পায়। যেমন নির্ম্মল সলিলেতে পতিততৈলকণামাত্র অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে প্রকাশ পায় তদ্বৎ। ঘটপট কুড্য কুশূলাদি পদার্থজ্ঞান সামান্যরূপে মনুষ্যমাত্রের আছে কিন্তু বিশেষরূপে পদার্থ জ্ঞান যাহার আছে সেই পণ্ডিত। নতু বা শুকপক্ষিপ্রায় বিশেষ জ্ঞানব্যতিরেকে বর্ণাবলীরূপ পদমাত্রোচ্চারণেতে পাণ্ডিত্য হয়।

আচার্য্য প্রভাকরনামক গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র কহিলেন হে গুরো পদ কাহাকে বলে তাহার স্বরূপ বা কি। রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া গুরু কহিতেছেন হে রাজপুত্র শুন শব্দ দুই প্রকার হয় ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ঢক্কা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল নূপুর বীণা বেহালা তম্বুরা ভেরী মধুরী পত্র বস্ত্রাদির শব্দ ধ্বন্যাত্মক। এ শব্দসকলের বোধার্থ মনুষ্যের অধীন তত্তৎ শব্দসদৃশ যে শব্দান্তর তাহাকে অনুকরণ শব্দ করিয়া কহিয়াছেন যথা ঝঞ্ঝন্ ঠঙ্ঠন্ শীৎকার ঘটৎপটৎইত্যাদি। বর্ণাত্মক শব্দ দুই প্রকার হয় অব্যক্তবর্ণ ও ব্যক্তবর্ণ। অব্যক্ত বর্ণাত্মক শব্দ পশুপক্ষ্যাদির। বর্ণাত্মক শব্দ মনুষ্য জাতির। এই শব্দ অর্থবাচক ও শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহারোপযুক্ত তাহা পদ শব্দে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতুক অর্থ যাহার আছে সেই পদ হয় ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন এমতে প্রকৃতি ও প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত প্রকৃতি এই তিন পদ হয় ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলেন যে বিভক্ত্যন্ত নয় তাহাকে নাম ও লিঙ্গ ও প্রাতিপদিক কহেন।

কণ্ঠ তালুপ্রভৃতি স্থানেতে কোষ্ঠস্থ বায়ুর অভিঘাতে বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয়। নৈযায়িকাদি দার্শনিকেরদের মতে শব্দ অনিত্য। যেমন বায়ুহেতুক জলাভিঘাতে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ক্ষণেতে পরপর উত্তোলিত যে কিঞ্চিৎ২ জল তৎসমুদায় একৈক তরঙ্গ রূপেতে আবির্ভূত হয় তেমনি কোষ্ঠস্থ বায়ুর কণ্ঠতাল্বাদি স্থানাভিঘাতে পৃথক্২ ক্ষণে উত্তরোত্তর উচ্চারিত যে একৈক বর্ণ তৎসমুদায় একৈক পদরূপে প্রকাশ যে পায় তাহাকেই বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি করিয়া ন্যায় শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

কোন পণ্ডিতেরা কহেন যেমন কদম্ব কুসুমগ্রন্থিতে প্রস্ফুটিত কেশরসমূহ একৈক পুষ্পরূপে প্রকাশ পায় তেমনি কণ্ঠ তালুপ্রভৃতি স্থানেতে উচ্চারিত বর্ণসমূহালম্বন জ্ঞান একৈক পদ বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় ইত্যাকারক কদম্বগোলক ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি হয়। বৈয়াকরণেরা কহেন গো পিক কপি জারা রাজ্ঞী কুবলয় ইত্যাদি শব্দসকল যদি বর্ণ সমুদায়াত্মক হয়

তবে শব্দহইতে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতুক বর্ণ সমুদায়ের উচ্চারণ এককালে হয় না প্রথম বর্ণোচ্চারণ কালে দ্বিতীয় বর্ণ নাই এমনি পর২ বর্ণসকল। অতএব বর্ণ সকলের ক্রমিকত্বপ্রযুক্ত সাহিত্য সম্ভবে না। এবং যে শব্দের যে অর্থ সে অর্থ শব্দমধ্যে যে অক্ষরসকল থাকে তাহার একৈকেতে কিম্বা দুই তিনেতে কিম্বা সে শব্দের বৈপরীত্যেতে বুঝায় না। কেননা গবাদি শব্দঘটক যে গকারাদি অক্ষর তা হারা গোব্যক্তি কিম্বা গোত্বজাতিপ্রভৃতিরূপ অর্থকে বুঝাইতে পারে না কোথাও বা কিছুই অর্থ হয় না। কোন২ স্থানে সে অর্থ না হইয়া অন্য অর্থ হয়। যেমন যে পিকশব্দে কোকিলকে কহে সে বিপরীত হইলে বানরকে কহে বানরবাচক যে কপিশব্দ সে বিপরীতোচ্চারিত হইয়া কোকিলবাচক হয়। যে রাজাপদ ভূপ তিকে বুঝায় সে বিপরীত হইলে ভ্রষ্টা স্ত্রীর বোধক হয় ভ্রষ্টা স্ত্রী বোধক যে জারা শব্দ সে উল্টা হইয়া রাজবাচক হয়। কুবলয় শব্দের প্রথমাক্ষর ভূমি ও কুৎসিতবাচক দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণ সামর্থ্য বোধক দ্বিতীয়াদি বর্ণত্রয় বালানাম অলঙ্কারকে কহে সমুদায়ে হেলানাম পুষ্পকে কহে অতএব বর্ণাত্মক শব্দ নহে। কিন্তু এক নিত্যবর্ণভিন্ন স্ফোটনামক শব্দবাচক যথাক্রমে একৈক বর্ণোচ্চা রণেতে কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্রূপে বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইয়া শেষ বর্ণোচ্চার ণেতে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অর্থের প্রকাশক হন এইরূপে স্ফোটাখ্য শব্দ যথাক্রমবর্ত্তী নানাপ্রকার বর্ণমালার ছেদে গোশব্দ ঘটশব্দ পটশব্দ মঠশব্দইত্যাদি নানাবিধ ঔপা ধিক ভেদেতে ভিন্ন২ হইয়া ক্রিয়া ও কারক ফলরূপ নানা অর্থের প্রকাশক যদ্যপি হউন তথাপি স্বরূপতঃ এক ও নিত্য হন। যেমন আকাশ ঘটপটাদ্যবচ্ছেদে ঘটাকাশ পটাকাশই ত্যাদি নানাবিধ ঔপাধিক ভেদেতে ভিন্ন২ যদ্যপি হউন তথাপি সরূপতঃ এক ও নিত্য হয় তদ্বৎ যেমন রত্নতত্ত্বপরীক্ষক ব্যক্তির রত্নবিষয়ক অনেক চাক্ষুস প্রত্যক্ষেতে মানস প্রত্যক্ষ বিষয়ের হয় তেমনি ঘটাদি পদস্ফোট ঘকারাদি একৈক বর্ণোচ্চারণ কৃত স্ফোটবিষয়ক যে জ্ঞান তৎকর্ত্তৃক আহিত অর্থাৎ বুনিত যে স্বজন্য সংস্কাররূপ বীজ সেই বীজ অন্ত্যবর্ণোচ্চারণ কৃত ঐ স্ফোটবিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপাক পায় যে চিত্তরূপ ভূমিতে তা দৃশ চিত্তে ঘট এক শব্দ ইত্যাদিরূপে মানস প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষ

য়ীভূত হইয়া ঝটিতি প্রকাশিত হন। ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া স্ফোটাত্মক শব্দের স্থাপন করেন ও বর্ণাত্মক শব্দের খণ্ডন করেন। এমতে বর্ণ সকল অনিত্য। মীমাংসক মতে বর্ণসকল নিত্য। তৎসমুদায়াত্মক একৈক শব্দও নিত্য। ককারাদি যে বর্ণ ব্যক্তিসকল সে অনিত্য কেননা প্রত্যুচ্চারণ ককারাদি বর্ণ ব্যক্তির বিভিন্নরূপতা প্রতীতিহেতুক ইহা বর্ণের অনিত্যতা বাদিরা যে কহে সে কিছু নয় যেহেতুক সেই ককার এ সেই গকার এ এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান বর্ণ ব্যক্তিমাত্র বিষয়ক সর্ব্ব লোকের অনুভবসিদ্ধ আছে। প্রত্যভিজ্ঞান শব্দের অর্থ এই সেই দেবদত্ত ইনি সেই ঘোড়া এ ইত্যাকারক কোন দেশে কোন প্রকারে কখনো জ্ঞাত যে বস্তু তাহার দেশান্তরে অন্যপ্রকারে সময়ান্তরে যে জ্ঞান তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞা শব্দে কহে।

যদ্যপি ককারাদি বর্ণ ব্যক্তিসকল প্রত্যুচ্চারণ ভিন্নভিন্ন হইত তবে এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না প্রত্যভিজ্ঞাপুন দেখিতেছি অতএব বর্ণ ব্যক্তিসকল নিত্য ও প্রত্যেকে এক২ নানা নয়। এবং বর্ণসমুদায়াত্মক যে গৌইত্যাদি পদবৃন্দ তাহারাও প্রত্যেকে এক২ ও নিত্য এই কারণে লোকেরা কহে যে আমি এক গকারকে দুইবার উচ্চারণ করিলাম আইস২ বস২ যাও২ খাও২ এই শব্দ আমি বারম্বার করিলাম। যদ্যপি গকার এবং গো পদ প্রত্যুচ্চারণ ভিন্ন২ হইত তবে লোকেরা কহিত যে দুই গকার উচ্চারণ করা গেল ও দুই গো শব্দ আমি উচ্চারণ করিলাম এমন কেহ, কখনো কহে না। এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রেতেও বর্ণের দ্বিরুক্তি এই কহিয়াছেন দুই বর্ণ হয় ও দুই পদ হয় এমন কহেন নাই। তবে যে একৈক বর্ণ ব্যক্তির প্রত্যেক মনুষ্যের উচ্চারণ কালে ভেদ জ্ঞান হয় সে কেবল সেই২ মনুষ্যের উচ্চারণ ক্রিয়ার ভেদপ্রযুক্ত হয় বর্ণস্বরূপ ভেদনিমিত্তক নয়। এবং অনেক বর্ণেতে যে একৈক পদ জ্ঞান সেও হইতে পারে যেমন হস্তি অশ্ব রথ পদাতি সমুদায় রূপ অনেকেতে এ এক সেনা এমত জ্ঞান যেমন বা অনেক বৃক্ষেতে এক বন জ্ঞান হয় এবং পংক্তি সভা দশ শত সহস্র লক্ষ ইত্যাদি সকল অনেক হইয়াও এক জ্ঞানবিষয় হয়। অতএব

বর্ণস্বরূপে অনেক হইয়াও পদস্বরূপে এক জ্ঞানবিষয় দেব দত্তাদি পদ হইতে পারে। ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণ ও অনুভব দিয়া স্ফোট শব্দবাদির মত দুষিয়া বর্ণাত্মক শব্দ স্থির করেন। এমতে বর্ণসকল নিত্য এবং প্রত্যেকে এক স্বরূপ ও ঘটাদি শব্দসকলও প্রত্যেকে নিত্য ও এক স্বরূপ শব্দের স্বরূপ বিবেচনা এই হইল।

সেই বাচক শব্দ যতপ্রকার হয় তাহা কহি। বাচক শব্দ চারি প্রকার হয়। জাতিবাচক দ্রব্যবাচক গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক। গবাদি শব্দ জাতিবাচক আকাশপ্রভৃতি শব্দ দ্রব্যবাচক পাচকা দি শব্দ ক্রিয়াবাচক শুক্লাদি শব্দ গুণবাচক। যদ্বাচক যে শব্দ হয় তাহাকে তৎপ্রবৃত্তি নিমিত্তক করিয়া কহিয়াছেন যেমন জা তিবাচক গবাদি শব্দ জাতি প্রবৃত্তি নিমিত্তকইত্যাদি। জাতিবাচক ও দ্রব্যবাচক শব্দেরা বিশেষ্য হয় গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দ সকল বিশেষণ হয় ঐ বাচক শব্দ দুই প্রকার হয় মুখ্য ও লাক্ষ ণিক। মুখ্য তিন প্রকার যৌগিক ও যোগরূঢ় এবং রূঢ়। প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যয়ের অর্থ এ দুই অর্থের যোগেতে যে অর্থ হয় সেই অর্থের বাচক যে শব্দ সেই যৌগিক হয় যেমন পাচকাদি শব্দ পাকাদি ক্রিয়া করে যাহারা তাহারদিগকে বুঝায়। যোগরূঢ় শব্দ এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থের মিলনেতে যে সকলকে বুঝাই তে পারে সে সকলের মধ্যে একমাত্র প্রসিদ্ধ যে শব্দ সে যোগ রূঢ় হয় যেমন পঙ্কজাদি শব্দ পঙ্কজন্যাদি যে সকল পদ্ম কুমুদ শৈবালাদি সে সকলকে না কহিয়া কেবল পদ্মপ্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ হয়। রূঢ় শব্দের পরিচয় এই। প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থ মিশ্রণে যে অর্থ হইতে পারে সে অর্থ না হইয়া আর অর্থ যে শব্দেতে হয় সে রূঢ় শব্দ। যেমন মণ্ডপাদি শব্দ কেননা মণ্ডপ শব্দেতে মণ্ড পানকর্ত্তা এই অর্থ বুঝাইতে পারে সে অর্থ না বুঝাইয়া চৌয়ারি ঘর বুঝায় ঘর কখনো মাড় খায় না এমনি যে শব্দ সকল তাহারা রূঢ় শব্দ হয়। এরূপে মুখ্য শব্দ তিনপ্রকার হয়।

লাক্ষণিক শব্দ

লাক্ষণিক শব্দের প্রকার দ্বয় এই। গৌণ আর ঔপচা রিক। যে শব্দ স্বকীয় মুখ্যার্থের বাধপ্রযুক্ত প্রসিদ্ধিবশতঃ কি

ম্বা প্রয়োগকর্ত্তার তাৎপর্য্যবশতঃ স্বকীয় মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় গুণসম্বন্ধি অন্য অর্থকে বুঝায় সে গৌণ শব্দ হয়। যেমন এ ব্রাহ্মণ গঙ্গাবাসী ইত্যাদি বাক্যেতে গঙ্গাদি শব্দ গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথ খাতস্থ জলপ্রবাহ তাহাতে ব্রাহ্মণের বাস সম্ভবে না এই জন্য গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থের বাধ এতৎপ্রযুক্ত এ গঙ্গাশব্দ ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োগকর্ত্তা ব্যক্তির তাৎপর্য্যাধীন আপনার যে শৈত্য পাবনত্বাদি গুণ তদ্গুণবিশিষ্ট স্বকীয় তীররূপ অর্থকে বুঝান। অতএব গঙ্গাবাসী শব্দ লক্ষণাতে গঙ্গাতীরবাসীরূপ অর্থকে জানান। এতাদৃশ যে২ শব্দ তাহাকে লাক্ষণিক ও গৌণ শব্দ করিয়া কহেন। এবং আমার এ যে পুত্র সে আমিই ও ইনি পুরুষ সিংহ ইনি পুরুষশার্দূল ও এবেটা পুরুষকাক এবেটা পুরুষ কুক্কুর ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগে পুত্রের আত্মত্বের অসম্ভবপ্রযুক্ত ও পুরুষাদির সিংহ শার্দূল কাক কুক্কুরত্বপ্রভৃতির অসম্ভবপ্রযুক্ত আত্মশব্দ আত্মতুল্য প্রিয়রূপ অর্থকে বুঝায় ও সিংহ শার্দূল শব্দ সিংহসদৃশ শূররূপ অর্থকে বুঝায়ও কাককুক্কুর শব্দ কাক কুক্কুরের সমান যেমন তেমনরূপে দত্ত পরের উচ্ছিন্ন অন্নোপজীবিরূপ অর্থকে লক্ষণাতে বুঝায় তাৎপর্য্যবশতঃ লক্ষণা এই।

প্রসিদ্ধিবশতঃ যে লক্ষণা তাহা কহি শুন তৈল শব্দের মুখ্যার্থ তিলজন্য স্নেহদ্রব্য। সর্ষপাদিজাত স্নেহ দ্রব্যেতে যে তৈল শব্দ প্রয়োগ সে লোক প্রসিদ্ধিবশতঃ লক্ষণাধীন। এবং দেহেতে আত্মশব্দ প্রয়োগ আত্মবৎ প্রিয়ত্বপ্রযুক্ত। কেন না আত্মশব্দ চেতনবাচী অচেতন শরীরের বাচক হইতে পারে না। কারণ অচেতন কার্য্যহেতুক ঘটপটাদি কার্য্যের ন্যায় শরীরের অচৈতন্য মৃত মর্ত্তিতে চৈতন্যাভাব দর্শনপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধও বটে। তবে যে দেহের গমনাগমন আকুঞ্চন প্রসারণাদি কর্ম্ম দেখা যায় সে চেতনরূপী আত্মার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত সারথির অবস্থাননিমিত্ত রথের গমন ক্রিয়ার মত। দেহের চৈতন্যের অভাব ও দেহভিন্ন আত্মার চৈতন্য এই সিদ্ধান্ত দেহাত্মবাদি লোকায়তিকনামক বৌদ্ধমত প্রবিষ্ট ভাক্ত পণ্ডিতব্যতিরিক্ত সর্ব্বশাস্ত্র যথার্থজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রের মতে স্থিরীকৃত আছে। এবং নীলপদ্ম শুক্লঘট রক্তবস্ত্র পীতপুষ্প চিত্রাগোইত্যাদি স্ব—

লাদি গুণবাচক শব্দ লক্ষণাতে সেই২ গুণযুক্ত দ্রব্যকে বুঝায় এবং এ বেটা গরু চন্দ্রমুখ পদ্মহস্তইত্যাদি স্থলে গরু চন্দ্র পদ্মাদি শব্দ স্বস্বতুল্যকে লক্ষণাতে কহে।

ঔপচারিক শব্দের পরিচয় কহি বস্ত্রের কিঞ্চিৎ পুড়িলে লোকেরা কহে আমার কাপড় পুড়িয়াছে ও প্রাণির অন্নজল প্রাণ ইত্যাদিস্থলে বস্ত্রপ্রাণাদিশব্দ ঔপচারিক অর্থাৎ উপচারেতে কথিত। উপচার শব্দের অর্থ এই যে যাহা নয় তাহাতে তাহার আরোপ। ঔপচারিক শব্দের পরিচয় কহিলাম। আর লক্ষণার যে অন্যান্য আছে তাহার মধ্যে কিছু কহি।

উপলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ তটস্থলক্ষণা ভাগলক্ষণা শব্দলক্ষণা তৎস্থলক্ষণা বিপরীতলক্ষণাইত্যাদি। উপলক্ষণের উদাহরণ এই রাজা চলিলেন এই বাক্যেতে রাজা ও তাঁহার হস্তী অশ্ব রথ পদাতি সমুদায়েরও চলন উপলক্ষণেতে বুঝায় এইরূপ যে২ স্থানে শ্রূয়মাণ শব্দের অর্থের অপরিত্যাগে অশ্রূয়মাণ শব্দেরও অর্থোপস্থিতি হয় সেখানে উপলক্ষণ হয়। স্বরূপ লক্ষণের পরিচয় এই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্যজ্ঞান সুখ ইহার যাদৃশ স্বরূপ তাদৃশস্বরূপ। তটস্থলক্ষণার বিবরণ এই কোন তৃষ্ণার্ত্ত মনুষ্যের ওহে অমুক নদী কোথায় এই বাক্য শুনিয়া সেই আপন অঙ্গুলীতে নদীতটস্থ বৃক্ষকে দেখাইয়া দিয়া কহে এই নদী এই বাক্যেতে নদীতটস্থ বৃক্ষেতে তটস্থলক্ষণাতে নদীশব্দ প্রয়োগ হয়। ভাগলক্ষণার পরিচয় এই সেই ঘোটক এই এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা বাক্যেতে সেই এই শব্দের পরোক্ষ অপরোক্ষরূপ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষরূপ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ ভাগের পরিত্যাগে অবিরুদ্ধ ঘোটকাকারের পরিজ্ঞান যাহাতে হয় তাহাকে ভাগলক্ষণা কহিয়াছেন। শব্দ লক্ষণার স্বরূপ এই দুই শব্দেতে যাহার নাম তাহাকে পূর্ব্ব শব্দে কিম্বা পর শব্দে যে স্থানে কহে সে স্থানে শব্দ লক্ষণা হয় যেমন ভীমসেনকে ভীম সত্যভামাকে সত্যা পদ্মলোচনকে পদ্ম জগন্নাথকে জগা কহে। তৎস্থলক্ষণার লক্ষণ এই আজি এদের ঘর গমগম শব্দ করিতেছে ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগে ঘরপ্রভৃতি শব্দ তৎস্থজনসমূহের বোধক যাহাতে হয় তাহাকে তৎস্থলক্ষণা করিয়া কহি। বিপরীতলক্ষণার স্থল এই কোন

ব্যক্তি আপন শত্রুকে কহিতেছে হে মিত্র তুমি আমার যে বিস্তর উপকার করিয়াছ তাহা কি কহিব এবং যেং সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছ তাহাও বা কি কহিব তুমি এতাদৃশ কর্ম্ম সর্ব্বদা করত সুখেতে এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাক এই বাক্যেতে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে বিপরীত লক্ষণাতে এই অর্থ বুঝায় হে শত্রু তুমি আমার যেং অপকার করিয়াছ এবং যেং দুর্জনতা প্রকাশ করিয়াছ তাহা কি কহিব আর এমন কখন না করত দুঃখেতে শীঘ্র মর। লক্ষণার বিবরণ সংক্ষেপে এই হইল।

সংপ্রতি আলঙ্কারিকেরদের মতে ব্যঞ্জক নামে আর একপ্রকার শব্দ যেরূপ হয় তাহা কহি। রাজ সাক্ষাৎকারে প্রায় সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিয়া পারিতোষিক দ্রব্য কিছু না পাওয়াতে নর্ত্তনে শৈথিল্য করিতেছে যে নর্ত্তকী তাহাকে তদ্ভর্ত্তা কহিতেছে হে কান্তে অনেক গত হইল স্বল্প রাত্রি অবশিষ্ট আছে ইহা চিত্তে বিবেচনা করিয়া সজ্জনেরদের মনোরঞ্জন কর। এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্র রাজাকে মারিয়া আমি রাজা হই এইরূপ যে মানস করিতেন সে মানসহইতে নিবৃত্ত হইয়া মনে এই স্থির করিলেন যে রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন অনেক কাল গেল আর অল্প দিন আছে পরে আমিই রাজা হইব অল্প কালের নিমিত্তে গর্হিত কর্ম্ম করা উচিত নহে যাহাতে লোকে অনুরাগ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এবং রাজকন্যা যুবতী বিবাহ না হওয়াতে রাজার অনুমতিব্যতিরেকে কোন পুরুষকে স্বয়ম্বরণ করেন এমত ইচ্ছা করিতেন তাহাহইতে ক্ষান্ত হইয়া মনে এই নিশ্চয় করিলেন যে অনেক দিন প্রতীক্ষা করিয়া অল্প কালের নিমিত্তে রাজানুজ্ঞার নিরপেক্ষ হওয়া উপযুক্ত হয় না উত্তম বরলাভ হইলেই পিতা আমার বিবাহ দিবেন যেহেতুক পিতার কন্যাদানের আবশ্যক শাস্ত্রসিদ্ধ। নর্ত্তকীপতির বাক্য যে ব্যাপারেতে এতাদৃশ অর্থদ্বয় বুঝায় সে ব্যাপারকে আলঙ্কারিকেরা ব্যঞ্জনাবৃত্তি করিয়া কহেন। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে অর্থবোধক শব্দ ব্যঞ্জকশব্দে কথিত হয় এবং কোন বেশ্যার ক্রীড়া পুষ্পোদ্যান হইতে রাত্রিশেষে কুসুমচয়ন করিয়া এক মুনিপুত্র প্রত্যহ আনিতেন সে বেশ্যা শাপ ভয়েতে ঋষিবালককে ফুল তুলিতে মানা করিতে না পারিয়া এক দিবস নিশাবসানে ঋষিসন্তান প—

চয়ন করিতেছেন সেই সময়ে স্বদাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে আমার অত্যন্ত প্রিয় এক কুক্কুর এই বাগানে ছিল তাহাকে কল্য রাত্রি শেষে বাঘে খাইয়াছে বেশ্যার এই বাক্য শুনিয়া সেই দিনঅবধি ব্যাঘ্রভয়েতে ঋষিতনয় পুষ্প চয়নার্থ আর আইলেন না। এই স্থলে মুনি সন্তানের পুষ্প চয়নার্থ আর না আগমনরূপ অর্থ বেশ্যা বাক্যস্থ শব্দের হইতে পারে না কিন্তু ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে বুঝায় অতএব এতাদৃশার্থের ব্যঞ্জক বেশ্যা বাক্যস্থ পদ সকল হয়। নৈয়ায়িকেরা এ ব্যঞ্জনাবৃত্তি মানেন না কহেন বাক্যের তাৎপর্য্যবশতঃ ব্যঙ্গার্থ প্রতীতি হয় ব্যঞ্জনাবৃত্তি মানা নিষ্ফল ও নির্মূল যৌগিক লাক্ষণিক ভিন্ন ব্যঞ্জকনামা শব্দ নাই অতএব ব্যঞ্জনাবৃত্তিও নাই। বৈয়াকরণেরা লক্ষণাও মানেন না কহেন যেমন মালাবাচক এক হার প্রাদিপদ যোগে প্রহার আহার সংহার বিহার নীহার অপহার উপহার পরীহার নির্হার অবহার প্রতীহার সমাহার উদাহার ব্যবহার প্রত্যাহারইত্যাদি নানাবিধ অর্থের বোধক হয় তেমনি গঙ্গাদি পদ বাসাদি পদসমভিব্যাহারে তীরাদি নানার্থবাচক হবে। শব্দের অনেক শক্তি প্রমাণসিদ্ধ বটে। অতএব অমর কোষাদি অভিধান নানার্থবর্গাদিতে অনেক নানার্থ শব্দ কহিয়াছেন। এই কারণে গঙ্গাদি শব্দের অভিধাসংজ্ঞক শক্তিতেই তীরাদিরূপ অর্থ অভিহিত হবে। লক্ষণাবৃত্তি অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ মানা বৃথা। শব্দের শক্তিজ্ঞানের কারণ ব্যাকরণ ও অভিধানাদি লক্ষণার বিবরণ সমাপ্তি হইল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং বর্ণ শব্দবিবেকে তৃতীয় কুসুমং।

চতুর্থ কুসুম।

যদ্যপি হিন্দুস্থানীয় ভাষার অবান্তর ভেদ নানাপ্রকার হউক তথাপি সামান্যত হিন্দুস্থানীয় ভাষার ত্রৈবিধ্য হয় যেমন গৌড়ী বৈদর্ভী মাগধী। পূর্ব্বদেশীয় ভাষা গৌড়ী দাক্ষিণাত্যভাষা বৈদর্ভী পাশ্চাত্যভাষা মাগধী এই ত্রিবিধ ভাষাশব্দ তজ্জ তৎসম দেশ্যরূপ ত্রিবিধভেদপ্রযুক্ত প্রত্যেকে ত্রিবিধ হয়। সংস্কৃত শব্দস্থ বর্ণসকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে আদে

শেতে অর্থাৎ এক বর্ণ পুঁছিয়া অন্য বর্ণ করাতে কোথাও বা আগমেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ বিনাশব্যতিরেকে অন্য বর্ণের আনাতে কোথাও বা লোপেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ মুছিয়া ফেলাতে কোন২ স্থানে আদেশাগম লোপের মধ্যে দুই তিনের করাতে যে শব্দ হয় তাহাকে তজ্জ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দজন্য করিয়া কহেন। যেমন সংস্কৃত দাল শব্দের দকারের স্থানে ডকার করাতে ডাল শব্দ শাক শব্দের ককার স্থানে গকার করাতে শাগ মুখ মুহ দধি দহি মধু মহুইত্যাদি ও গচ্ছ শব্দের গকারের পর আকারাগমে গাছইত্যাদি ওষ্ঠ শব্দের ষকারলোপে ওঠ মাতা মা পাদ পাইত্যাদি এবং বপি বাপ মৎস্য মাছ পত্র পাত ভক্ত ভাত কপট কাপড় ঘট ঘড়া গর্গরী গাগরী নাশা নাক হস্ত হাতইত্যাদি শব্দসকল তজ্জ শব্দ হয়। তৎসমের অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সমান শব্দের উদাহরণ অন্ন জল প্রাণ মনুষ্যইত্যাদি। দেশ্য শব্দের উদাহরণ কাকা কাকী বেটা চুপড়ী ধুচুনী ঢেঁকী কুলাইত্যাদি শব্দ দেশ্য অর্থাৎ সেই২ দেশেতে জাত আছে। অর্থবিশিষ্ট যে পদসমূহ সেই বাক্য হয়। পদ দুই প্রকার হয়। তিঙন্ত ও সুবন্ত কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী গমন ভোজনাদি ক্রিয়ার বোধক ও কর্ম্মনিরাকাঙ্ক্ষ শয়ন জাগরণাদি ক্রিয়াবোধক যে তিঙন্ত পদ তাহাকে ক্রিয়াপদ বলি। ক্রিয়ার প্রকার দ্বয় হয় অপৃথক্‌রূপা ও পৃথক্‌রূপা খাইয়াছি শুতেছিইত্যাদি। ক্রিয়া কারকব্যতিরেকে থাকে না এই নিমিত্ত অপৃথক্‌রূপা হয়। পাক ত্যাগ গমন ভোজনইত্যাদি ক্রিয়া ঘটপটাদি দ্রব্যের মত কারকব্যতিরেকে থাকিতে পারে এই কারণে তাহাকে পৃথক্‌রূপা বলি। সুবন্ত পদের বিবরণ ক্রিয়ার নিমিত্ত যে তাহাকে কারক বলি সে কারক ছয় প্রকার হয়। যে সে কর্ত্তা। যাকে তাকে কর্ম্ম। যাতে তাতে করণ। যাকে তাকে দানার্থ ক্রিয়াপদ প্রয়োগে সম্প্রদান। যাহইতে তাহইতে অপাদান। যাতে থাকে সে আধার। যে থাকে সে আধেয়। এতাদৃশ আধারঅধেয়ের কহার ইচ্ছাতে যাতে তাতে অধিকরণ হয়। এতদ্রূপ ষট্‌কারকের বোধক যে সুবন্ত পদ তাহাকে কারক বলি। এবং যার তার সম্বন্ধ এ কারক হয় না যেহেতুক ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সেই কারক হয় দ্রব্যাদির যে নিমিত্ত সে সম্বন্ধ হয়। যেমন দেবদত্ত অশ্বেতে গ্রামকে যাইতেছেন ইত্যাদি বাক্যেতে গমনাদি নি

য়ার নিমিত্ত যে দেবদত্তাদি সুবন্ত পদ সেই কারক। অমুকের ধন ও পুত্রইত্যাদি বাক্যেতে দ্রব্যাদিনিমিত্তক স্বামিত্বাদি নানা বিধ সম্বন্ধবোধক অমুকের ইত্যাদি সম্বন্ধিপদ। এবং হায় এ কি দুঃখ তোমার পুত্র মূর্খ হইল ইত্যাদি বাক্যে হায়প্রভৃতি পদ যোগে যেং দুঃখাদি পদ সে সকল উপপদ বিভক্ত্যন্ত পদ হয়। চেতনকে আপনার অভিমুখ করা রূপ সম্বোধনার্থবোধক হে ইত্যাদি পদ। এ কি হয় না অর্থাৎ অবশ্য হয় ইত্যাকারক বাক্যে শিরশ্চালনার্থবোধক না ইত্যাদি পদ। সেও এও ইত্যা কারক সমুচ্চয়ার্থবোধক ও ইত্যাদি পদ। স্নানে যাও মাছও আনিও অর্থাৎ যদি মৎস্য পাও তবে আনিও না পাও না আনিও এতাদৃশ অন্বাচয়ার্থবোধকও ইত্যাদি পদ। সেই এই এবম্বিধ অবধারণার্থবোধক ইপ্রভৃতি শব্দ।

আঃ এ কি এতাদৃশ আশ্চর্য্যার্থবোধক আইত্যাদি পদ। অকর্ত্তব্যের সর্ব্বথা না করারূপ অর্থের দ্যোতক বরং বরঞ্চ ইত্যাদি পদ ও কিন্তু যখন তখন এখন যেমন তেমন এমন যদি যদ্যপি যদিস্যাৎ এবং এমনি কেও কোথাও কথকগুলি ক থকগুলাক যত তত অত বিনা নানা পৃথক ন না সম্প্রতি ইদানী অবশ্য কিম্বা কিবা অথবা অথচ অর্থাৎ প্রমুখাৎ কি প্রথমত অন্তত বস্তুত ফলত বশত ক্রমশ যৎকিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কিছু করিয়া করিতে ইত্থং তদ্বৎ তথা সর্ব্বথা সর্ব্বদা কদাচিৎ তূষ্ণীং ভূয়ো ভূয়ো মুহুর্মুহু বারম্বার পুনঃপুনঃ আবার এবার ওবার যুগপৎ আগে অগ্রে পশ্চাৎ পাছে সেথা এথা ওথা কোথা ইত্যাদি নানাপ্রকার অব্যয় পদ। এবং শীঘ্র যাও ভাল পাক করো ইত্যাদি স্থলে শীঘ্রাদি ক্রিয়াবিশেষণ পদ। এবং যথাশক্তি যথাসম্ভব ইত্যাদি অব্যয়ীভাব পদ এবং নীল উৎপল উত্তম জাতিইত্যাদি স্থলে নীলাদিভেদক বিশেষণপদ। তক্ষক লোহিত শঙ্খ পাণ্ডর অগ্নি উষ্মইত্যাদি বাক্যে লোহিতাদি স্বরূপসৎ বিশে ষণ পদ এইং রূপে সুবন্ত পদ নানাপ্রকার হয়। বৈয়াকরণমতে তিঙন্ত পদ ও কারক পদ ও অব্যয় পদ ও বিশেষণ পদ পরস্প রাকাঙ্ক্ষাপ্রযুক্ত অন্বিত হইয়া বক্তার অভিপ্রেতার্থবোধক বাক্য হয়। অমরকোষেতে তিঙন্ত সুবন্ত পদ সমুদায়কে ও কারক যুক্ত ক্রিয়াপদকে বাক্য শব্দে কহিয়াছেন। অপাদান সম্প্র

দান করণ অধিকরণ কর্ম্ম কর্ত্তা এই লিখিতক্রমে দুইকারক হওয়ার সন্দেহ যে স্থলে হয় সে স্থলে পরবর্ত্তি এক কারক হয়। যেমন ব্রাহ্মণকে দিয়া বস্ত্র কাড়িয়া লইতেছে এই বাক্যে দিয়া এই ক্রিয়ানিমিত্তক সম্প্রদান লইতেছে এই ক্রিয়ানিমিত্তক অপাদান। এ দুই কারকের হওয়ার সংশয়েতে পরবর্ত্তি এককারক সম্প্রদান হয়। অতএব বিপ্রহইতে দিয়া বস্ত্র ছাড়াইয়া লইতেছে এমত বাক্য হয় না। আসনে বসিয়া উঠিতেছে এস্থলে অপাদান অধিকরণ সন্দেহে উত্তরবর্ত্তি অধিকরণ হইয়াছে। একারণে আসনহইতে বসিয়া উঠিতেছে এতাদৃশ বাক্য হয় না। ঘরকে গিয়া নির্গত হইতেছে এ বাক্য প্রয়োগে অপাদান কর্ম্ম সন্দেহে পরবর্ত্তি কর্ম্ম হইয়াছে এহেতুক ঘরহইতে গিয়া নির্গত হইতেছে এরূপ বাক্যহইতে পারে না। এবং এ ঘট আছে তুমি দেখ এতাদৃশ স্থলে কর্ত্তৃকর্ম্ম বিরোধে কর্ত্তা হয় অতএব এ ঘটকে আছে দেখ এমন প্রয়োগ হয় না। এবং অন্ন আপনিই পাক হইতেছে গাছ আপনিই কাটা যাইতেছে ঘর স্বয়ং পড়িতেছে ইত্যাদি বাক্য কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য শব্দে কথিত হয়। ঘর করা হইতেছে ভাত খাওয়া হইতেছে এ মারা যাইতেছে ইত্যাদি বাক্য কর্ম্মবাচ্য শব্দে কথিত হয়। ইনি করিতেছেন ইনি খাইয়াছেন ইনি দেশে যাবেন ইত্যাদি বাক্য কর্ত্তৃবাচ্য শব্দে কহা যায়। দেবদত্তকর্ত্তৃক ভবন ও অমুককর্ত্তৃক গমন ও অমুকের গমন এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ ভাববাচ্যে করা যায়। সমাস অনেক পদকে এক পদ করা। সে সমাস ছয় প্রকার হয়। তৎপুরুষ ও কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব ও দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু এই ছয় সমাসের প্রত্যেকের লক্ষণ ও বিশেষ ও উদাহরণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে বাক্যস্বরূপের সামান্যতো বিবরণ এই সমাপ্ত হইল।

হে রাজপুত্র সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্র শূন্যা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি মুনিকর্ত্তৃক অনুশাসিত স্বয়ংসৃষ্ট যে বাক্যসকল তাহারদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত্ত হয়। যেহেতুক যদি শব্দনাম

জ্যোতি এজগতের শেষপর্য্যন্ত দেদীপ্যমান না হইত তবে এ সকল ভুবন অন্ধতমময় হইত। দর্পণেতে সন্নিহিতপদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায় দেখ বাঙ্ময়রূপ দর্পণের এ বড় আশ্চর্য্য যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত অনাগত বর্ত্তমান বস্তুসকল তাহাও দেখা যাইতেছে ইহার দৃষ্টান্ত এই। পৃথুপ্রভৃতি আদি রাজারদের অসন্নিধানেতেও স্বয়ং দৃষ্ট হইতেছে দেখ। শাস্ত্রে বাক্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন তাহার কারণ এই ভাষা যদি সম্যকরূপে প্রয়োগ করা যায় তবে স্বয়ং কামদুঘাধেনু হন যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায় তবে সেই দুষ্ট ভাষা স্বন্নিষ্ঠগোত্ব ধর্ম্মকে স্বপ্রয়োগকর্ত্তাতে অর্পণ করিয়া স্ববক্তাকে গোরূপে পণ্ডিতেরদের নিকটে বিখ্যাত করেন। যে ব্যক্তি কাব্যের লক্ষণ না জানিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে কাব্য পড়ে সে ব্যক্তি স্বহস্ত সংলগ্ন খড়্গেতে স্বকীয় মস্তকের যে ছেদন করে তাহা বুঝে না। আর বাক্য কহা বড় কঠিন সকলহইতে কহা যায় না কেননা কেহ বাক্যেতে হাতি পায় কেহ বা বাক্যেতে হাতির পায়। অতএব বাক্যেতে অত্যল্প দোষও কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে কেননা যদ্যপি অতিবড় সুন্দর ও শরীর হয় তথাপি যৎকিঞ্চিৎ একশিত্র রোগ দোষেতে নিন্দনীয় হয়। শাস্ত্রানভিজ্ঞ জন গুণদোষের বিভাগ কিপ্রকারে করিবে অন্ধ কি শুক্লাদিরূপ বিশেষজ্ঞানে অধিকারী হয়। অতএব লোকেরদের গুণদোষবিবেক জ্ঞানানুসন্ধান করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা গদ্য পদ্যরূপ বাক্যসকলের নানাপ্রকার রীতি নিবন্ধ করিয়াছেন। সেই পণ্ডিতেরা কাব্যের আকার ও অলঙ্কার দেখাইয়াছেন। অলঙ্কারের বিবরণ পশ্চাৎ করা যাবে সংপ্রতি কাব্যের আকার কহি শুন সদর্থবিশিষ্ট যে ক্রিয়াকারকাদি পদ তৎসমূহাত্মক কাব্য শরীর হয় সে কাব্য তিন প্রকার হয় পদ্য ও গদ্য ও মিশ্র। পাদচতুষ্টয়াত্মক পদ্য হয় সে পদ্য দুই প্রকার হয় এক বৃত্ত গুরুলঘুবর্ণ গণনাতে করায়ে যায়। দ্বিতীয় জাতি মাত্রাগণনাতে কৃত যে হয়। ইহার বিস্তার ছন্দোবিচিতিপ্রভৃতি গ্রন্থেতে আছে। সেই ছন্দোবিদ্যা গভীরকাব্য সাগরের তরণেচ্ছুরদের নৌকারূপা হয়। কেহ কাহারও অপেক্ষা নাকরিয়া আপন২ অর্থের বোধক যে কবিতাসকল তাহারা মুক্তক শব্দে কথিত হয় যে দুই শ্লোক পরস্পর সাপেক্ষ্য হইয়া অর্থের প্রকাশক হয়

তাহার নাম কুলক। যেখানে পূর্ব্বপ্রকরণের সহিত পরপ্রক রণের অন্বয় হয় তাহার সংজ্ঞা কোষ। যেথা অনেক কবিতাতে এক অন্বয় হয় তাহাকে সংঘাত করিয়া কহি কিন্তু কাব্যেতে সর্গবন্ধের অঙ্গত্বপ্রযুক্ত বিস্তর পদ্য সংঘাতে কহা যায় না যাহাতে সর্গবন্ধ থাকে সে মহাকাব্য হয় যেমন রামায়ণাদি। মহাকাব্যের লক্ষণ এই আশীর্ব্বাদ কিম্বা নমস্কার অথবা যে কাব্যেতে যিনি প্রধানরূপে বর্ণনীয় অর্থাৎ নায়ক তাহার স্বরূপের নির্দ্দেশ এই কাব্যের মুখবন্ধ হয় অর্থাৎ কাব্যের আরম্ভের স্বরূপ। কাব্যের স্বরূপ এই ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ এতদ্রূপ চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তি তাৎপর্য্যক চতুর অতিবড় নায়কের যে বর্ণনা তাতে যুক্ত ও ইতিহাস কথা এবং তৎপ্রসঙ্গাগত অন্যই বা এই সকলেতে সংযুক্ত এবং নগর সমুদ্র পর্ব্বত নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যোদয় উদ্যান জলক্রীড়া মধুপান সুরতোৎসব বিরহ বিবাহ কুমারোৎপত্তি মন্ত্রণা দূত প্রস্থাপনা যুদ্ধ নায়কীয় যুদ্ধ বিজয় এই সকলেতে উপেত ও সালঙ্কার ও অতিবিস্তৃত এবং শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি এই নব রসাদির আতিশয্যরূপ প্রবাহেতে নিরন্তর অথচ অনতিবিস্তীর্ণ সর্গ বাহুল্যেতে ও সুশ্রাব্য ছন্দেতে ও সুন্দর বর্ণবিন্যাসেতে সর্ব্বত্র ভিন্ন২ বৃত্তান্তেতে সংযুত কাব্য হয়। উত্তমালঙ্কারযুক্ত যে কাব্য সে কল্পান্তপর্য্যন্ত স্থায়ি হয়। কথিত যে কাব্যাঙ্গসকল তাহার মধ্যে যে কোন অঙ্গেতে হীনও কাব্য দুষ্ট হয় না যদি সেই কাব্যেতে সংগৃহীত যে অর্থ তাহার উৎকৃষ্টতা কাব্যজ্ঞ রসিকেরদের অনুরাগ জন্মাইতে পারে। প্রথমতঃ নায়কের গুণোপন্যাস করিয়া সেই নায়কহইতে শত্রুরদের পরাজয় বর্ণনরূপ যে কাব্যরচনারীতি সে স্বভাব সুন্দর হয় এবং রিপুরও বংশবীর্য্য পাণ্ডিত্যাদির উত্তমত্ব বর্ণন করিয়া সেই শত্রুর পরাজয় কথনেতে নায়কের ঔৎকর্ষজ্ঞাপন যে কাব্যেতে থাকে সে কাব্যবেত্তাদিগকে অতিশয় সন্তুষ্ট করে। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং বাক্যস্বরূপ নিরূপণে চতুর্থ কুসুমং।

পঞ্চম কুসুম।

ইদানী গদ্যের বিবরণ শুন। পাদকৃত বিচ্ছেদশূন্য যে ক্রিয়া কারকাদি পদ প্রবাহাত্মক গদ্য সে দ্বিবিধ হয় এক আখ্যায়িকা অন্য কথা অর্থাৎ বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনা। দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শগ্রন্থেতে কথা ও আখ্যায়িকার যে ভেদ সে এইরূপ আপনার কিম্বা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্যসমূহ সে আখ্যায়িকা হয় বিশিষ্টার্থ তাৎপর্য্যক স্বকপোল কল্পিত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্যসমূহ সে কথা হয়। ইহা কহিয়া কহিয়াছেন যে এ নিয়ত নয় যেহেতুক অন্যোন্যেতে অন্যোন্যের প্রবেশ আছে ইহা বিচার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে সংজ্ঞাদ্বয়েতে চিহ্নিত আখ্যায়িকা ও কথা এক জাতি। যেমন চট্টোপধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়াদি পৃথক্২ সংজ্ঞাতে চিহ্নিত এক ব্রাহ্মণ জাতি। প্রহেলিকা অর্থাৎ হেয়ালি ও অভানক ক্লিষ্ট ও সংকুল অন্ধগোলাঙ্গূল অর্দ্ধজরতীয় গতানুগতিক বকাণ্ডপ্রত্যাশা অন্ধহস্তিদর্শন দশম নষ্টাশ্বদগ্ধরথ অন্ধপঙ্গু লাজাবন্ধন স্থূলারুন্ধতি ইত্যাদি ন্যায়সকল এমন আর২ যে কিছু সে সকলকে কথার মধ্যে জানিও গদ্যের স্বরূপ বিবরণ হইল।

মিশ্রের স্বরূপ কহি। সংস্কৃত ভাষা ও পিঙ্গলাদি ভাষাতে কৃত যে নাটকাদি ও সংস্কৃত গদ্যপদ্যময় চম্পূসংজ্ঞক যে কাব্য সে সকল মিশ্রশব্দে কথিত হয়। এতাদৃশ পূর্ব্বোক্ত যতপ্রকার কাব্য সে পুনর্ব্বার চারিপ্রকার হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ অর্থাৎ অপশব্দ ও মিশ্র। সংস্কৃত দেববাণী তাহার মহর্ষিরা মনুষ্য লোকেতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরা ক্রমেতে আজিপর্য্যন্ত ঐ দেববাণী মনুষ্যলোকে শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত তদ্ভব তৎসম দেশীয়রূপে প্রাকৃত ভাষাক্রম অনেক প্রকার হয়। গৌড়ী মহারাষ্ট্রী শূরসেনীয় ও লাটী ও লাঙ্গা এই সকল প্রাকৃত ভাষা উৎকৃষ্ট হয়। আভীরাদি দেশ ভাষা অপভ্রংশ কিন্তু শাস্ত্রেতে সংস্কৃত ভাষাব্যতিরিক্ত যে কোন ভাষা সে সকলই অপভ্রংশ হয়। মিশ্র নাটকাদি এবং হদ্দা ইশ্বশান মুষল্লহ সহমইত্যাদি অনেক আরবি ভাষা

তে ঘটিত তাজকাদি গ্রন্থ। কথা সর্ব্বভাষাতে এবং সংস্কৃত ভাষাতেও কহা যায়। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে হইয়াছে তন্ময়ী অথচ যার অতিবড় আশ্চর্য্য অর্থ তাহাকে বৃহৎ কথা করিয়া কহিয়াছেন যেমন দশ কুমারাদি কথা। পূর্ব্বোক্ত প্রহেলিকাপ্র ভৃতির উদাহরণ যে কোন এক অর্থকে ব্যক্তরূপে কহিয়া স্বরূপা র্থের গোপনকরত যে শব্দে যে অর্থ পাওয়া যায় সে অর্থের কিম্বা যে শব্দে যে অর্থ না পাওয়া যায় সে অর্থের কহা যে বা ক্যেতে হয় তাহাকে প্রহেলিকা বলি যেমন গুরুতর লোক যে শ্ব শুর শাশুড়ী তাহারদের নিকটে কামিনী স্ত্রীকর্তৃক কণ্ঠেতে আলি ঙ্গিত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতম্ব স্থলকে অবলম্বন করিয়া কুবকুবইত্যা কারক অব্যক্ত শব্দ যে করে সে কে এই জিজ্ঞাসাতে উত্তর জল পূর্ণ ঘট।

আভানক যাহাকে কহে তাহার উদাহরণ। যেমন আক ন্দে যদি মধু পাই তবে কেন পর্ব্বতে যাই। ইহার তাৎ পর্য্য অল্পায়াসপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত অধিকায়াস করা নয়। চালে ফলে কুষ্মাণ্ড হরের মার গলায় গলগণ্ড ইহার নিষ্কর্ষ কা রণব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া অনুপযুক্ত কি না। আনিলাম মূলা পোঁদের হলো শুলা। ইহার পর্য্যবসিতার্থ আত্মীয় লোকের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ন্যায়। অনেক পদার্থজ্ঞানাধীন এক পদার্থজ্ঞান যে বাক্যে হয় সে ক্লিষ্ট বাক্য যেমন বি শব্দে গরুড় তৎকর্তৃক জিত অর্থাৎ ইন্দ্র তার আত্মজ অর্জুন তার দ্বেষী কর্ণ তার পিতা সূর্য্য তার কিরণেতে তাপিত যে জন সে হিমের নাশক অগ্নি তার অমিত্র জল তার ধারক মেঘ তাতে ব্যাপ্ত আকা শকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। এতাদৃশ বাক্য ক্লিষ্ট বাক্য এ পণ্ডি তেরদের ইষ্ট নয় ইহা সরস্বতী কণ্ঠাভরণে কালিদাস কহিয়া ছেন।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ বাক্য সঙ্কুল বাক্য হয় যেমন আমি যাবজ্জী বন মৌনী আমার পিতা নিঃসন্তান মাতা বন্ধ্যা ছিলেন পিতা মহীর পুত্র হয় নাই। এবং আমানি খাইতে দাঁত ভাঙ্গিল সিঁদুর পরিব কিসে এতাদৃশ বাক্য। অন্ধগোলাঙ্গূল ন্যায়ের পরিচয়। এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে

এক গোয়ালাকে কহিলেন হে গোপ আমি অন্ধ তুমি আমাকে আমার শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও গোপ কহিলেন আমি অনেকের গরু চরাই তোমাকে তোমার শ্বশুরের বাটী লইয়া গেলে গরু সব কে কমনে যাবে। অতএব আমার যাওয়া হয় না তোমার শ্বশুরের গরু এইটি অতিবড় সুশীলা ইহার লাঙ্গূল ধরিয়া তুমি যাও এ যে গৃহে প্রবিষ্ট হবে তোমার শ্বশুরের বাড়ী সেই। অন্ধ গোপের এই বাক্য শুনিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে গোপুচ্ছ ধরিল পরে ঐ গরু অন্ধের দৃঢ়মুষ্টির চাপনেতে প্রমাদ ভাবিয়া উত্তরোত্তর যেমন২ পদাঘাত করে অন্ধও পরপর তেমনি মুষ্টি দ্বয়েতে দৃঢ়তর আঁটিয়া ধরে ইহাতে ঐ গোর অতিশয় লম্ফঝম্ফ করাতেও ছেঁচুড়ী দিয়া লইয়া যাওয়াতে ঐ অন্ধ ছিন্নভিন্ন ভগ্নাঙ্গ ও নগ্ন হইয়া দুই এক দণ্ড রাত্রি সময়ে অতিশয় কষ্টেতে গ্রাম নিকটে পঁহুছিলে পর ঐ অন্ধের শ্বশুরের চাকর লোকেরা দেখিয়া গোচোর জ্ঞানে কিল চাপড় লাথী গুতা ধাক্কা প্রহার মারিয়া দিয়া করিয়া গরুকে তাহার হাতহইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেল। ইহার তাৎপর্য্য মূর্খের উপদেশ গ্রহণ কদাচ করিবে না করিলে গোপোপদেশ দুরাগ্রহ এই অন্ধের ন্যায় হইতে হয়।

অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ের বিবরণ। অতিবড় উদার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষসময়ে অন্নাভাবে পরিজন প্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া এক স্বকীয় গোকে প্রতি হট্টে লইয়া যান ক্রেতা ব্যক্তিরা বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করিলে পর যেমন আমারদের অধিক বয়স হইলে প্রাচীন জানিয়া অন্য হইতে কিছু অধিক দেয় তেমনি আমি যদি এ গোর অধিক বয়স কহি তবে প্রাচীনজ্ঞানে অধিক মূল্য হইতে পারিবে যে কারণ প্রাচীনেতে লোকেরদের অধিক আস্থা হয় অধিক পরমায়ু হইলেই প্রাচীন হয়। মনে২ এই বিচার করিয়া কহেন যে আমার এ পৈতৃক গো অতিপ্রাচীনা স্বল্প ঘাসখাদিনী স্বল্প স্থানস্থায়িনী সুশীলা সুধর্ম্মা পাল গ্রহণ কখনো করেন না। ব্রাহ্মণের এইবাক্য শুনিয়া হাটুয়ারা চুপ করিয়া ফিরিয়া যায়। পরে আর এক হাটপালীতে অন্য এক হাটুয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে ব্রাহ্মণ আপনি প্রায় হাটের প্রতি পালাতে এই গোকে লইয়া যাওয়া আসা করেন। কারণ কি ব্রা

হ্মণ কহিলেন এ গো আমি বিক্রয় করিতে আনিয়া থাকি সে কহি ল গরু বেচা কেন হয় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন কেহ লয় না সকলেই আমার কথা শুনিয়া অমনি চুপ করিয়া যায়। সে লোক কহিল আপনি কি কহেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি এ গো আমার পৈ তৃক প্রাচীনা এইরূপ কহি। সে লোক কহিল ও এমন গরুর দাঁত দেখি এই কহিয়া গরুর দাঁত দেখিয়া কহিল ও মহাশয় এ মন নয় মানস ক্রিয়াতেই প্রাচীনের আদর এবং বাচনিক ক্রিয়া তে ও কায়িক কর্ম্মেতে পুনঃদৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত প্রাচীন অনাস্থেয় হন এবং পশুজাতি প্রাচীনাবস্থাতে অত্যন্ত অনুপাদেয় আপন কার এ গো বৃদ্ধা নয় আমি এ গোর দাঁত দেখিয়া বয়স বুঝিয়া ছি ইহার পর এ গো কিনিতে যে আসিবে তাহাকে এইরূপ কহিবেন যে এ গো এক বিয়ানের এবং ঢের দুদ দেয়। এইমত কহিয়া সে ব্যক্তি গেলে পর ব্রাহ্মণ মনে২ বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্বে এ গো স্থবিরা ইহা কহিয়া আবার এ গো তরুণী ইহা সঙ্কুল বাক্য কিরূপে কহিব। এই বিরোধোদ্ভাবন করিয়া এই নির্ণয় করিলেন যে এ গো শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রাচীন বটেন শাস্ত্রেতে আত্মাকে পুরাণ পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন বাল্য যৌ বন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা বস্তুত দেহধর্ম্ম ইনি বালক ইনি যুবা ইনি স্থবির ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার আত্মবিষয়ে ঔপচারিক লোহিত স্ফটিকইত্যাদিবৎ অতএব এ গো ব্যক্তি আত্মাংশে জরতী শরীরাংশে তরুণী হইতে পারেন অতএব এ গোকে অর্দ্ধ জরতী কহিতে পারি। ব্রাহ্মণ এতাদৃশ তত্ত্ববিচারে এই স্থির করিলে পর এক ক্রেতা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গোর বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে বাপু আমার এ গোটী অর্দ্ধ জরতী অর্দ্ধেতে যুবতী। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনি য়া সকলে হাঁসিয়া কহিল যে এ ব্রাহ্মণ অতিবড় অমায়িক বিষয় জ্ঞান কিছুই নাই। তদনন্তর এক জন বিবেচনা করিয়া সে গরু লইয়া গেল। অর্দ্ধ কুক্কুটীয় ন্যায়ও এইরূপ কিন্তু বিশেষ এই অর্দ্ধ জরতীয় ন্যায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্দ্ধ কুক্কুটীয় ন্যায়ে মুসলমা নের মোল্লা এ ন্যায়ের উদাহরণ পণ্ডিতেরা দেন যে স্থলে বাদি প্রতিবাদিরদের পরস্পরের মত ইতরেতর কিছু গ্রহণ করে কিছু গ্রহণ না করে।

গতানুগতিক ন্যায়ের বিবরণ। প্রত্যহ অরুণোদয়কালে সিন্ধুস্নানার্থে সিন্ধু তটে অনেক ব্রাহ্মণেরা যান সকলেরি পিতৃ তর্পণার্থ তাম্রপাত্র অর্থাৎ কোশা প্রাদেশমাত্র প্রমাণ একাকার। আপনং তাম্রপাত্র মার্জন করিয়া সাগরতীরে রাখিয়া সকলে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে কোশা লন্ যে কালে তখন কে কাহার কোশা লয় ইহার নিশ্চয় কিছু থাকে না এইরূপে দ্রব্য বিনিময় প্রায় অনুদিন হয়। এক দিবস ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ বিপ্র বিবেচনা করিলেন যে প্রতিদানব্যতিরেকে সামগ্রী বিপর্য্যয়েতে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণরূপ চৌর্য্য দোষ হয় অতএব যেরূপে ইহা না হয় তাহা করা উচিত। এই বিচার করিয়া স্ব তাম্রপাত্রের বিশেষ জ্ঞাননিমিত্তে তদুপরি বালুকাগোল স্থাপন করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। তৎপর আরং ব্রাহ্মণ সকলেই ক্রমেং দেখাদেখি স্বকীয়ং তাম্রপাত্রের উপরে একৈক সৈকত পিণ্ড স্থাপন করিয়া অবগাহনার্থে গেলেন। পরে ঐ স্থবির ব্রাহ্মণ আসিয়া অবলোকন করেন যে এক জাতীয় চিহ্নেতে চিহ্নিত তাবৎ তামার কোশা। ইহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন অহো এ বড় আশ্চর্য্য সকল লোকই গতানুগতিক অর্থাৎ দেখাদেখি পরস্পর কর্ম্ম করে বস্তু যাথার্থ্য কেহ বিবেচনা করে না যদি বুদ্ধি পূর্ব্বকারী হইত তবে একাকার চিহ্ন দিত না। যে হেতুক একাকার চিহ্নদানে তদ্দোষের তাদবস্থ্য দেখিতেছি সকলেই অবিশেষ চিহ্ন প্রদান করিয়াছে অতএব প্রায় সকলেই অসমীক্ষকারী অর্থাৎ এক জন প্রধান যাহা করে তাহা দেখিয়া অন্যে তাহা করে এবং অপর তদ্দৃষ্টিক্রমে করে। এতদ্রূপে প্রায় লোকেরা গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায়ে অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে বা এ সংসারান্ধকূপে পড়ে। গড্ডলিকা অর্থাৎ গাড়র তারদের যূথের মধ্যে একটা যদি জলে পড়ে তবে সবগুলা জলে পড়ে। আর যেমন বা শ্রেণীবদ্ধ অন্ধেরদের একটা যে গর্ত্তাদিতে পড়ে সকলেই পরস্পর কেহ কাহাকে ছাড়িতে না পারিয়া জড়াজড়ি করিয়া তাহাতেই পড়ে। আর যেমন স্ত্রীরা কামুককামিনী হয় তেমনি মূর্খেরা পুজিতপুজক হয় অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় পরমধার্ম্মিক পণ্ডিতের অনাদরে মূর্খতম মদ্যপ বেশ্যাসক্তকে ইনি বিশিষ্ট সন্তান এই জ্ঞানে পূজা করে। এইপ্রকার নানারূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বুড়া বামন তদবধি তথা স্নান করা ছাড়িল।

বকাণ্ডপ্রত্যাশার কথা নির্ম্মল নদীতীরস্থ মৎস্যার্থি বলাকা বলি সরিত্তট ত্যাগ করিয়া বৃষভেরদের লম্বমান অণ্ডকোষদ্বয়ে সফরী মৎস্য জ্ঞানেতে অণ্ডকোষ খসিয়া পড়িলেই খাবে এই প্রত্যাশাতে পশ্চাদ্ধাবন করে। অসম্ভাবিত দৃঢ়তর দুরাশাতে বদ্ধ হইয়া বৃষপদাঘাতে বরং নষ্ট হয় তথাপি বৃষভ পশ্চাৎধাবন পরিত্যাগ করে না। এ কথার তাৎপর্য্যার্থ এই এ জীবলোক সুনির্ম্মল পরমেশ্বরোপাসনা ত্যাগ করিয়া এতাদৃশ বকাণ্ডপ্রত্যাশারূপ বিষয় প্রত্যাশাতে নষ্ট হইতেছে।

অন্ধহস্তিদর্শনের কথা। একস্থানে কতকগুলি অন্ধ বসিয়াছিল দৈবাৎ তারদের অদূরে এক হস্তী উপস্থিত হইল ঐ অন্ধেরা লোকেরদের কোলাহলহওয়াতে হাতির আসা শুনিতে পাইয়া হাতী দেখিতে সকলেই গেল কিন্তু তারদের মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষ এক বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিল কেবল সে গেল না। পরে ঐ অন্ধেরদের মধ্যে কেহ হস্তির পাদ কেউ শুণ্ড কেহ বা উদর কেউ বা পুচ্ছ কেহ বা কর্ণ স্বস্ব হস্তে স্পর্শ করিয়া ঐ বৃদ্ধের নিকটে আইল। বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞসা করিলেন। কে হস্তী কেমন দেখিলা কহ। তাহাতে পাদস্পর্শী কহিল স্তম্ভাকার হস্তী। শুণ্ডস্পর্শী কহিল না না তেমন নয় সর্পাকার হস্তী। উদরস্পর্শী কহিল দুরবেটা তুই কিছু জানিস না হাতীটা ঢাকের মত। পুচ্ছস্পর্শী কহিল উঁহুঁ এমন নয় গোলাঙ্গুলাকার হস্তী। কর্ণস্পর্শী কহিল তোমরা কেহ কিছু জান না আমি যথার্থ কহি কুলার মত হাতীটা। অনন্তর সকলের পরস্পর বিরুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ বৃদ্ধ কহিলেন তোমরা বিরোধ করিও না আমি তোমারদের সকলেরি বাক্যের প্রামাণ্য রাখিয়া হস্তির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিতেছি শুন তোমরা সব এবৈক প্রদেশস্পর্শী সকলেই লোচনবিহীন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কাহারো হয় নাই। প্রত্যেকে হস্তির একৈক দেশ স্পর্শ করিয়াছ। ত্বাচ প্রত্যক্ষ তোমারদের সকলেরি সমান হইয়াছে অতএব যে যা স্বস্বজ্ঞানানুসারে বলিতেছ যে যথার্থ বটে মিথ্যা নয় কিন্তু এক জাতি বস্তু নানাপ্রকারাকার হইতে পারে না অতএব তোমারদের সকলের এক জাতীয় প্রমাণে অনুভূত যে এক হস্তির বিভিন্ন প্রদেশ সকল তাহার যথাযোগ্য অবয়ব বিশেষ সন্নিবেশেতে এক অবয়বি হস্তিরস্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমি কহি। ঢক্কাকারোদর

স্তম্ভাকার পাদ সূর্পাকৃতি কর্ণ গোলাঙ্গূলাকৃতি পুচ্ছ সর্পাকার শুণ্ড এতাদৃশস্বরূপ হস্তিনামা চতুষ্পাদ পশুজাতি জানিও। এতাদৃশ ন্যায়ে বেদান্তিরা বৈশেষিক নৈয়ায়িক মীমাংসক সাংখ্য পাতঞ্জলরূপ পঞ্চদার্শনিক নির্ণীত জগৎ কারণ পরমেশ্বরের যে একৈক দেশ তার সম্ভবানুসারে সঙ্কলন করিয়া জগৎ কারণ একরূপ পরমেশ্বর হন ইহা তটস্থ লক্ষণাতে নিরূপণ করিয়া স্বরূপ লক্ষণাতে অন্য পঞ্চ দার্শনিকেরদের অস্পৃষ্ট হস্তিপৃষ্ঠ ভাগ প্রায় সচ্চিদানন্দমাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর এই নিষ্কর্ষ করেন।

দশম ন্যায়ের বিবরণ। দশ জন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতে ছিল পথিমধ্যে এক নদী ছিল তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল আমরা দশ জনা পার হইয়াছি কিম্বা দশ জনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই ইহা জান ভাল। এই পরামর্শেতে প্রথমতঃ এক জন অন্য নয় লোককে গণিয়া আপনাকে না গণিয়া কহিল যে ওরে ভাইরা নয় জন যে হয় আর এক জন কম্‌নে গেল। ইহা শুনিয়া অন্য জন কহিল এমন হবে না থাক আমি গণিয়া দেখি এরূপ কহিয়া সেও স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল যে বটেত নয় জনই যে হয় দশম কি হইল। এইরূপে দশ জন একে২ আত্মবিস্মরণে বাহ্যমাত্রাভিনিবিষ্ট চিত্ততাতে কেবল বাহ্যগণনা করিয়া দশম নাই এই নিশ্চয় করিল। অনন্তরসকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল ওহে দশম কোথা আছ শীঘ্র আইস আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি তোমাকে পাইলেই সুখী হই অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস। এইরূপ পুনঃ২ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে বুঝি আমারদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি শ্যালা বড় দুষ্ট যদি পাই তাহার বাপের বিয়া দেখাইব আমারদিগের বড় দুঃখ দিতেছে ভাল বুঝিব। ইহা কহিয়া সকলেই কণ্টকিত নানা জাতীয় লতা বেষ্টিত নিবিড় বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে কুঞ্জমধ্যে পর্ব্বতে উপত্যকাতে অধিত্যকাতে কন্দরে গুহাতে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না

পাইয়া পুনর্ব্বার সকলেই ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল যে বুঝি নদী পার হইতে২ ডুবিয়া মরেছে আইস দেখি খুজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুজিয়া কোথাও কিছু টের না পাইয়া পাঁক কাদা সেওলা মাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন ও গদ্‌গদ কণ্ঠে কাকুক্তি বিলাপ করিয়া কেহ বা বুক চাপড়ায় কেউ বা মাথা কুড়ে কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আত্মদর্শি নামে এক জন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহারদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন তোমরা এ দুর্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত। আত্মস্বরূপ বিস্মরণ সর্ব্বানর্থের নিদান হয়। ধন্য জগন্মোহিনী পারমেশ্বরী শক্তি যে আত্মজ্ঞানাধীন সর্ব্ববিজ্ঞান হয় সে স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকেও বিস্মৃত করান্। আহা এ জীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গুণিয়া এতাদৃশ দুঃখ পাইতেছে। ইহা মনে২ করিয়া কহিলেন যে হে আত্মবিস্মৃতেরা উঠ মোহ শোক রোদন ত্যাগ কর তোমারদের দশম মরে নাই আছে আমি দেখাইয়া দিতেছি স্থির হও অন্তঃকরণ সুস্থ কর। আত্মদর্শির এই বাক্য শুনিয়া আত্মবিস্মৃতেরা অস্তব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন কই২ আমারদের দশম কোথায় আছে তুমি যদি আমারদের দশমকে দেখাইতে পার তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শী কহিলেন ভাল২ কিন্তু তোমরা বাহ্যবিষয়মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিও না আত্মজ্ঞানে জাগরূক হও বাহ্যগণনা করিয়া আত্মগণনা করিলে কিম্বা আত্মাকে গণিয়া বাহ্যগণনা করিলে তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধ্য শেষ সকলেই দশম। তোমরা সব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও আমি দেখাইয়া দি। এ বাক্য শুনিয়া তাহারা সব একশারি হইয়া দাঁড়াইল। পরে আত্মদর্শী প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবধি প্রথমপর্য্যন্ত তৃতীয়াবধি দ্বিতীয়পর্য্যন্ত এবং চতুর্থাদ্যবধি তৃতীয়াদিপর্য্যন্ত মালার ন্যায়ে গণনা করিয়া সকলকে দশমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া কহিল যে আপনারা মনে বুঝিয়া দেখতো ইনি আপনি আমারদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার

দিগকে ভুলান্ তো নাই। ইহা কহিয়া আত্মদর্শিকে কহিল আপনি হোরো যাওতো আমরা আপনারা মনে যুক্তি করিয়া বুঝি তবে আমারদের প্রামাণ্য হইবেক। ইহা কহিয়া সকলেই প্রত্যেকে মনন করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে স্বস্বস্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য ও অতি সন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় সুখ পাওত স্বাস্থ্য পাইল। এতাদৃশ দশম ন্যায়েতে এ জীবেরদের বিশ্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বরের বিস্মরণ ও তৎপ্রযুক্ত বাহ্যবিষয়ানুরাগনিমিত্তক মোহ শোক জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিরূপ সাংসারিক দুঃখভাগিতাত্মক বদ্ধত্ব ও গুরু বেদান্ত বাক্যশ্রবণাধীন পরমেশ্বরস্বরূপ সাক্ষাৎকার ও তৎপ্রযুক্ত সাংসারিক দুঃখাত্যন্তিক পরিত্যাগ নিরতিশয় সুখ রূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহা বেদান্তিরা কহেন।

অন্ধ পঙ্গুন্যায়ের কথা। এক ব্যক্তি অন্ধ দর্শনসামর্থ্যহীন আর এক ব্যক্তি পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া গতিশক্তিশূন্য। এতাদৃশ দুই জনের পার্থক্যেতে তাদৃশ ক্রিয়া সংসিদ্ধি হইতে পারে না। পঙ্গুর অন্ধস্কন্ধারোহণে উভয় সংযোগেতে যেমন ক্রিয়াসিদ্ধি হয় এতন্ন্যায়েতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে ভোগ মোক্ষ ক্রিয়া সিদ্ধি হয় উভয় বিযোগেতে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না ইহা সাঙ্খ্য দার্শনিকেরা কহেন।

এই অন্ধ পঙ্গুন্যায়ের পাতঞ্জল দার্শনিকেরা প্রকারান্তরে বর্ণনা করেন। যেমন এক মহাপুরুষ থাকেন তাঁর ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গু দাস থাকে এবং প্রকৃতি নামে একদাসী থাকে। এক দিবস ঐ মহাপুরুষ পঙ্গু দাসকে কহিলেন আমার সংসারের সকল কর্ম্মের ভার তোমাকে দিলাম তুমি সকল কর। অন্যসময়ে ঐ অন্ধ দাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন। পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে আমি খোঁড়া গতিশক্তিরহিত স্বামির আজ্ঞা প্রতিপালন কিরূপে করিব। এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছে ইত্যবসরে ঐ অন্ধ দাসী তাদৃশ ভাবনাতে ভাবিত হইয়া তথাতে গিয়া বসিল। এতদ্রূপে কাকতালীয়ন্যায়ে অজাকৃপাণক্রীয়ন্যায়ে বা উভয়ের সহবাস হওয়াতে অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য অবগত হইয়া

দুই জনে যুক্তি করিয়া পঙ্গু দাস অন্ধ দাসীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে তৎ সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

নষ্টাশ্ব দগ্ধরথন্যায়ের বিস্তার। দুই জন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দৈবাৎ সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে একজনের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল রথ থাকিল। এতদ্রূপে এক জন নষ্টাশ্ব অন্য জন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে এক দিবস দৈবাৎ দুই জনেতে দেখা হইল। অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া এক জনার রথেতে অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য দেশ পাইল। এবম্বিধ ন্যায়ে মনুষ্যেরা নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞানরূপ হয়েতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পরমসুখেতে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে ইহা প্রাচীন বেদান্তিরা কহিয়াছেন।

লাজা বন্ধনন্যায়ের কথা। অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যক্তি ক্ষুধাতে অত্যন্ত আতুর হইয়া উচ্চ এক স্তম্ভের উপরে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইত্যবসরে কোন পুরুষ কথক গুলি খই আনিয়া ঐ ক্ষুধার্ত্তকে কহিলেন যে ওরে তুই আঁজলা পাত তোরে আমি কিছু খই দেই। এ কথাতে ঐ ক্ষুধার্ত্ত লোক অতিব্যগ্রতাতে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ থামের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া অঞ্জলি পাতন করিল পরে সে পুরুষ তার অঞ্জলিতে খই দিয়া গেল। অনন্তর ঐ ব্যক্তি আপনি অত্যন্ত ক্ষুধিত মুখ বাড়াইয়া না খাইতে পারে না অন্যকে দিতে পারে না ত্যাগ করিয়া বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। অল্পে২ লাজা বাতাসে উড়িয়া যাইতেথাকে তথাপি আমি এই খই খাইব এই দৃঢ়তর প্রত্যাশাতে হস্তদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া খইয়া বন্ধনেতে বদ্ধ হইয়া থাকেন। এতাদৃশ ন্যায়েতে মানবেরা এক অঞ্জলি খই খাইবার প্রায় অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ প্রত্যাশামাত্রে এ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে এ কথা বেদান্তিরা কহিয়াছেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং সোদাহরণ গদ্য নিরূপণে পঞ্চম কুসুমে প্রথম স্তবকঃ।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রথম কুসুম।

আচার্য্য প্রভাকর নামা গুরু রাজপুত্রকে কহিলেন হে রাজ পুত্র তোমার চিত্তের বিলাসের নিমিত্তে কথা প্রস্তাবে কিছু শা স্ত্রসিদ্ধান্ত কহিলাম সম্প্রতি বাক্যের দশ বিধ গুণ হয় তাহার বিশেষ কহি শুন।

শ্লেষ। প্রসাদ। সমতা। মাধুর্য্য। সুকুমারতা। অর্থব্যক্তি। উদারত্ব। ওজ। কান্তি। সমাধি এই দশ প্রকার গুণ সকল বা ক্যের প্রাণ হয় কেননা এই গুণব্যতিরেকে যে ভাষা সে মৃত প্রায়। এই সকল গুণের বৈপরীত্য কোন২ ভাষাতে দেখা যায়। এই সব গুণের প্রত্যেকে লক্ষণ ও উদাহরণ শুন।

অস্পষ্ট শৈথিল্য অথচ অল্প প্রাণাক্ষর বাহুল্য যে ভাষাতে থাকে সে শ্লিষ্ট বাক্য হয় যেমন "ভ্রমদ্ভ্রমরালিঙ্গিত মালতীমাল্য। মালতী মালা লোলালিকুলকলিতা"। এতাদৃশ বাক্যেতে অল্প প্রাণ বর্ণবাহুল্য যদ্যপি থাকুক তথাপি শৈথিল্য দোষের স্পষ্ট রূপে অনুভব হয়।

যে বাক্যেতে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ থাকে সে প্রসাদ গুণবিশিষ্ট বচন হয় যেমন "ইন্দুতে ইন্দীবর সুন্দর চিহ্ন চারু ছবি বিস্তার করে। কামিনী কাঞ্চী মঞ্জীর মঞ্জু সিঞ্জিত করে"। প্রসিদ্ধ শব্দ ঘটিত প্রসিদ্ধার্থ যে এতাদৃশ বাক্য সে উত্তম প্রসাদবৎ বাক্য হয়। "অনর্জুনাজন্ম সদৃক্ষাঙ্ক বলক্ষগুতে লক্ষ্মী করে" এতাদৃশ বাক্যেতে যদি প্রসিদ্ধ অর্থ হউক তথাপি শব্দসকল অপ্রসিদ্ধ অতএব এ বাক্য ভাল নয়।

বাক্যপ্রবন্ধেতে যে অবৈষম্য সে সমতাখ্য গুণ হয়। বাক্য প্রবন্ধ মৃদু ও স্ফুট ও মধ্যম এই তিন ভেদেতে ত্রিবিধ হয়। অল্প প্রাণাক্ষরময় বাক্য মৃদু বাক্য হয়। মহা প্রাণাক্ষর প্রচুর

বাক্য স্ফুট বাক্য হয়। মধ্যম প্রাণাক্ষর বহুলা বাণী মধ্যম হয়। "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"। এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়।

শব্দেতে এবং অর্থেতে রস থাকে যে বাক্যেতে সে বাক্য মধুর বাক্য অর্থাৎ রসবৎ বাক্য হয়। "মধুপানেতে মধুব্রতেরদের মত যে বাক্যশ্রবণে বুদ্ধিমন্তেরা অত্যন্তানন্দিতান্তঃকরণ হয়"। যে কোনরূপে শুনিবাতে সমানানুভব হয় যাহাতে সে অনুপ্রাস শব্দে কথিত হয় এতাদৃশ অনুপ্রাসবিশিষ্ট যে বাক্য সে শব্দ কৃত রসশালি ভাষা হয়। যেমন "প্রাপ্তসম্পৎ ব্রাহ্মণপ্রিয় এ রাজা যদবধি হন তদবধি এ রাজার ধর্ম্মই এ লোকে উৎসব হইয়াছে"। এক বর্ণের ভূয়ঃ উচ্চারণকৃত যে অনুপ্রাস সে তবেই হয় যদি পূর্ব্ববর্ণানুভবজন্য সংস্কারের উদ্বোধ অদূরেই হয়। যেমন "কুন্দ কুসুমস্তবকস্তোমসঙ্কাশ শরন্নিশাবতংসশশিতে ইন্দ্রনীলমণিনিভ লক্ষণ অলি লক্ষ্মীর সন্ধান করে"। "হে ভীরুচারু চান্দ্রমসবিম্ব অম্বরে এই দেখ মন্মথোন্মথিত মন্মনকে নির্দয় হানিতে উদ্যত হইতেছে"। অনতিদূরব্যবধান শ্রুত এ অনুপ্রাসকে পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন। "রামামুখাম্ভোজ সদৃশ চন্দ্রমা" এতাদৃশ অনুপ্রাস ইচ্ছা করেন না। "স্মরখরখলকান্তকায় ও কোপকৃশ মানচ্যুত অধিক রাগ মোহজাত প্রাণগত" এতাদৃশ অনুপ্রাস উত্তম নয় যেহেতুক এতাদৃশ অনুপ্রাসেতে বাক্যপ্রবন্ধের পারুষ্য ও শৈথিল্য এই দোষদ্বয় আছে। এক পদ বাক্য সংঘাতবিষয়ক যে আবৃত্তি তাহাকে যমকশব্দে কহিয়াছেন যেমন "পান পান পান যমক একান্ত মধুর হয় না" অতএব ইহার বিশেষ তাদৃশ করা গেল না। বাক্যের শব্দদ্বারা রসবত্তা কহা গেল অর্থত রসবত্তা যেরূপ তাহা শুন পশ্চাৎ কহা যাবে যে অলঙ্কারসকল সে সব অলঙ্কার অর্থেতে রস প্রদান করে। কিন্তু অর্থের কিম্বা শব্দের যে অগ্রাম্যতা সেই রসভারকে অতিশয়রূপে বহে। গ্রাম্যতা গাঁওয়ালিয়াপণশব্দে লোকে প্রসিদ্ধ গ্রাম্যতা দোষের প্রসক্তি অসভ্য লোকের কথনেতে হয়। যেমন "হে কান্তে তোমাকে কাময়মান যে আমি এতাদৃশ আমাকে তুমি কেন না চাহ" এতাদৃশ বাক্যে অর্থেতে যে গ্রাম্যতা দোষ সে

বাক্যের বৈরস্যের নিমিত্ত হয়। "হে সুলোচনে কন্দর্প চাণ্ডাল আমাতে যথেষ্ট নির্দয় ভাগ্যে তোমাতে নির্মৎসর হইয়াছে" এতাদৃশ বাক্য গ্রাম্যতা দোষরহিত রসবিশিষ্ট হয়। শব্দের গ্রাম্যতা দুইরূপে হয়। পদানুসন্ধানদ্বারা ও বাক্যার্থানুসন্ধান দ্বারা এই দুয়ের উদাহরণ। "সুরালয়ে বসিয়াছ ও গোমাংস খাও গন্ধ মৈথুন কি ঘরে নাই ইনি পণ্ডিতরদের মধ্যে গোরন্ত্রা এ বীর্য্যবান পুরুষ মারিয়া শ্রান্ত হইয়াছে" এতাদৃশ বিরুদ্ধ প্রতী তিজনক বাক্য সর্ব্বভাষাতেই কুৎসিত হয় "কিন্তু ভগিনী ভগব ত্যাদি" পদ প্রয়োগ করা শাস্ত্রেতে অনুমত আছে। মাধুর্য্য গুণের বিভাগ করা গেল।

সংপ্রতি সুকুমারতা গুণ কহা যায়। অনিষ্ঠুরাক্ষর বহুল যে বাক্য সে সুকুমার বাক্য হয় যথা "মণ্ডলীকৃতবর্হ নীলকণ্ঠেরা মধুরগীতি কণ্ঠেতে সুন্দর নৃত্যকরে জীমূত মালিকালে"। "ক্ষণ ক্ষয়িত ক্ষত্রিয়পক্ষ যে তক্ষ অর্থাৎ পরশুরাম" এতাদৃশ বাক্য নিষ্ঠুরাক্ষর বহুল। কোন পণ্ডিতেরা ঈদৃশ বাক্যকে দীপ্ত করি য়া কহেন অতএব তাঁহারা বহুকষ্টোচ্চার্য্য বাক্য রচেন।

অশ্রুত শব্দের কল্পনাব্যতিরেকে যে অর্থপ্রতীতি সে অর্থ ব্যক্তিনামা গুণ হয় যেমন "বরাহাবতারকর্ত্তৃক স্বকীয় খুরক্ষো দিত বাসুকীর রক্তেতে রক্তীকৃত সাগরহইতে ধরণী উদ্ধৃতা হই য়াছেন"। এতাদৃশ বাক্যে অর্থব্যক্তি গুণ বর্ত্তে। "মহী মহা বরাহকর্ত্তৃক লোহিত দধিহইতে উদ্ধৃতা হইয়াছেন" এতাবন্মাত্র প্রয়োগ করিলে স্বীয় খুরক্ষোদিত বাসুকীর রক্তেতে এই পদ অধ্যাহৃত করিতে হয় নতুবা সমুদ্রের লৌহিত্য আসে না অতএব অশ্রুত শব্দ কল্পনারূপ অধ্যাহারদোষেতে এতাদৃশ বাক্য দুষ্ট হয়।

যে বাক্য কথিত হইলে তদর্থাধীন উৎকৃষ্ট কোন গুণের প্রতী তি হয় তাহাকে উদারসংজ্ঞক গুণ কহেন সেই উদারাখ্য গুণে তে বাক্যসকল সজীবন হয়। যথা "হে মহারাজ যে যাচকের দের দৃষ্টি তোমার মুখে দীনা হইয়া একবার পড়িয়াছে সে অ র্থির দৃষ্টি পুনর্ব্বার কৃপণা হইয়া অন্যের বদন ঈক্ষণ করে না"।

এ বাক্যেতে রাজার দাতৃত্ব গুণের ঔৎকর্ষ বিলক্ষণমতে লক্ষ হইতেছে। কোন পণ্ডিতেরা প্রশংসনীয় বিশেষণযুক্ত যে বাক্য সে উদার বাক্য হয় ইহা কহেন। যথা "নীলোৎপল ক্রীড়াসরোরুহ হেমাঙ্গদ পীন পযোধর সুধাংশুমুখী মদঘূর্ণিত লোচনা মদন মদালসবিলাসিনী স্তনভরনমিতাঙ্গী গুরু নিতম্ব ভারমন্থরা মলয়নন্দন গন্ধবাহ কোকিলকলকূজিত বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃত দিঙ্মুখ" ইত্যাদি।

সমাসবাহুল্য যে বাক্যেতে থাকে সে বাক্যেতে ওজঃসংজ্ঞক গুণ বর্ত্তে। এই ওজো গুণ গদ্যের জীবন পদ্যেতেও কোন পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন। এই সমাস ভূয়স্থ গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণে বহুত্ব অল্পত্ব ও মিশ্রণেতে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে দৃষ্ট আছে। যথা "অস্ত পর্ব্বত মস্তকপর্য্যন্ত পর্য্যস্ত সূর্য্যারুণ বর্ণ কিরণরূপ বসনা যে বারুণীদিক্ সে পীনস্তন স্থলস্থিত নির্ম্মল তাম্রকম্রবস্ত্রা তরুণীর তুল্য শোভা পাইতেছে"। অন্য কবিরা অবিকল ও হৃদ্য এতাদৃশ ওজো গুণ বাক্যের ইচ্ছা করেন। যেমন "পয়োধরতট ক্রোড় সংলগ্ন সন্ধ্যাতপরূপ কিরণা বারুণী কার মনকে কামাতুর না করে" অর্থাৎ সকলেরি করে। এ বাক্য দ্ব্যর্থ এক পক্ষে বারুণীশব্দে পশ্চিমদিক ও পয়োধরশব্দে মেঘ পক্ষান্তরে বারুণীশব্দে মদিরা পয়োধরশব্দে স্তন আরং স্ববুদ্ধিতে বুঝিবা।

লোক প্রসিদ্ধার্থের অনতিক্রমপ্রযুক্ত সর্ব্বজন মনোরঞ্জক বাক্য কান্তিগুণবিশিষ্ট বাক্য হয় যেমন "সেই সব ঘর ঘর যে গৃহ সকলকে আপনকার মত ধার্ম্মিকেরা পাবন পাদধূলিতে প্রশংসনীয় করেন"। "হে অনিন্দিতে তোমার বর্দ্ধমান কুচদ্বয়ের অবকাশ বাহুলতাদ্বয়মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে হইতেছে না" এবাক্য দ্বয় সম্ভাব্যমানার্থ বটে বাগ্‌ভঙ্গী বিশেষপরিষ্কৃত হইয়া লোক প্রসিদ্ধানুবর্ত্তি সর্ব্বজনের মনোহর হইয়াছে। লোকাতীত প্রায় বিষয়েতে অর্থের আরোপ করিয়া যে অর্থ বক্তার বিবক্ষিত হয় তাদৃশার্থেতে বিদগ্ধেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হন কিন্তু অবিদগ্ধেরা তাহা ভাল বাসে না। "আজি অবধি দেবমন্দিরের মত আমারদের নিকেতন মান্য হইবে যেহেতুক আপনকারদের পাদরজঃ পা

ত্তেতে নিঃশেষে গতকিল্বিষ হইল তোমার স্তনদ্বয়ের বৃদ্ধি যে এবম্বিধ হইবে ইহা বিধাতা আলোচনা না করিয়া ক্ষুদ্র আকাশের নির্ম্মাণ করিয়াছেন” এতাদৃশ বাক্যেতে অত্যুক্তি দোষ হয় কিন্তু এবম্ভূত বাক্য নৈষধপ্রভৃতি কাব্যেতে অনেক আছে।

অন্যের ধর্ম্ম অন্যেতে যথাসম্ভব সম্যকরূপে আহিত করা যায় যে বাক্যেতে সে বাক্যে সমাধিনামা গুণ বর্ত্তে। “কুমুদের নিমীলন ও পদ্মের উন্মীলন হইতেছে” এ বাক্যেতে নেত্রের নিমীলনোন্মীলন ধর্ম্মের কুমুদেতে ও পদ্মেতে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ করিয়া নিমীলনোন্মীলন শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে। থথু করিয়া ফেলা যায় যে বস্তু তাহার বোধক নিষ্ঠূতাদি শব্দ ঢেকুর করা যায় যার তাহার বাচক উদ্গীর্ণাদি শব্দ এবং বমি করা গিয়াছে যে তদভিধায়ক বান্তাদিশব্দ গৌণীবৃত্তিতে বহির্নিঃসারিতাদিরূপ অর্থের বোধক হইলে অতিসুন্দর হয়। মুখ্যার্থবোধক হইলে গ্রাম্যকোটি প্রবিষ্ট হয় যেমন “পদ্মসকল আদিত্য ময়ূখকর্ত্তৃক নিষ্ঠূত অর্থাদ্বহির্নিঃসারিত যে তেজঃকণানিকর তাহাকে পান করিয়া উদ্গীর্ণ অর্থাৎ উদ্গত হইতেছে অরুণবর্ণ পরাগসমূহ যাহাহইতে তাদৃশ মুখকরণক পুনর্ব্বার বান্ত অর্থাৎ বাহির বুঝি করিতেছে” এ বাক্যেতে নিষ্ঠূতাদি পদ লক্ষণাতে অন্যার্থবোধক হইয়া অতিমনোহর হইয়াছে। “হে মহারাজ তোমার বধূ নিষ্ঠীবন করিতেছে অর্থাৎ থুথু ফেলিতেছে এবং উদ্গার করিতেছে অর্থাৎ ঢেকুর তুলিতেছে এবং বান্তি করিতেছে অর্থাৎ বমি করিতেছে” এতাদৃশ বাক্য গ্রাম্য পক্ষপাতি হয়। অতএব রাজাদিসন্নিধানে এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা সভ্যেরদের উচিত নয়। “এ মেঘমালাসকল অতিশয় গর্ব্ভ ভরেতে ক্লান্তা হইয়া স্তনিত করত অধিত্যকার অর্থাৎ পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ ভূমির উৎসঙ্গেতে অর্থাৎ কোলেতে শয়ন করিতেছে” এবাক্যেতে আদ্যপ্রসূতা গর্ব্ভিণী সখীক্রোড় শয়ন ও স্তনন অর্থাৎ কোঁথান ও শরীর গৌরব অর্থাৎ ভার ও ক্লান্তি এইং অনেক ধর্ম্ম একদা মেঘেতে অধ্যাস করিয়া বৃষ্টির উন্মুখ অর্থাৎ সদ্যঃ হওয়া জানাইয়াছেন এই সমাধিনামে যে গুণ সে বাক্যের সর্ব্বস্ব। যেহেতুক উত্তম বক্তারদের বাক্য প্রয়োগ করার পথে চলিবার সার্থসমগ্র অর্থাৎ সাথিসকল এই এক সমনামা গুণের অনুগত হয় অর্থাৎ পাছেং চলে।

এইরূপে গৌড় বৈদর্ভ বাক্যের বিশেষ তৎস্বরূপ নিরূপণ করিয়া জানিবে। কিন্তু প্রত্যেক বক্তারদের বাক্যনিষ্ঠ যে২ বিশেষ তাহা যদ্যপি ধীমন্তেরা মনে বুঝিতে পারুন তথাপি মুখে কহিতে পারেন না। সে কেমন যেমন ইক্ষু ক্ষীর গুড় ভুরা চিনি মিছরি ওলাপ্রভৃতির মাধুর্য্য বড় অন্তর অর্থাৎ পৃথক্ যদ্যপি হউক তথাপি সরস্বতীও তাহা মুখে কহিতে পারেন না অতএব পণ্ডিতেরদের বাক্‌চাতুরীর বিশেষ পণ্ডিতেরাই মনে বুঝেন। উত্তরোত্তর নবনব স্ফূর্ত্তিশালিনী বুদ্ধি ও শাস্ত্রের নির্ম্মলরূপে পাঠ এবং তাহাতেই বিলক্ষণমতে মনোভিনিবেশ এই তিন বাগ্‌ভঙ্গী জ্ঞানরূপ সম্পত্তির কারণ হয়। যদ্যপি পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার ও পরপর গুণবৃদ্ধির কারণ যে অদ্ভুত বুদ্ধিপ্রতিভা এ দুই না থাকে তথাপি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নেতে বাগ্দেবী যদি উপাসিতা হন তবে কোন অনুগ্রহবিশেষ অবশ্যই করেন। অতএব হে রাজপুত্র বাগ্দেবীর অনুশীলনরূপ উপাসনাতে সতত তৎপর হও তাচ্ছল্য ও আলস্য ও ঔদাস্য কদাচিৎ করিও না। এ সংসারেতে যাহারা কীর্ত্তিপ্রাপ্তীচ্ছু হইবে তাহারদের কর্তৃক শাস্ত্রাভ্যাসকরণক সরস্বতী অবশ্য উপাস্যা হউন তাহাতে যদ্যপি পাণ্ডিত্যের অল্পত্ব হউক তথাপি শাস্ত্রানুশীলনে কৃতশ্রম শিষ্যেরা বিদগ্ধমণ্ডলীমধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হইতে অবশ্য পারে বাক্যবিবেচনা এই সমাপ্ত হইল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে প্রথমং কুসুমং।

দ্বিতীয় কুসুম।

হে রাজপুত্র তুমি বালক বালকেরদের কথাতে অতিপ্রীতি হয় অতএব কথাচ্ছলে সদুপদেশ কিছু করি তাহা শুন। অরুন্ধতী নামে এক পরমসূক্ষ্ম তারা আছে সে তারাকে আসন্নমৃত্যু মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না। ইহা কোন পণ্ডিতের প্রমুখাৎ শুনিয়া তত্তারাদিদৃক্ষু এক ব্যক্তি তদভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকটে গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অধ্যেষণা করিল যে হে গুরো আমাকে অরুন্ধতী তারা জানাউন আমি জানি না আজিঅবধি আমি আপনকার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম শিষ্যের জিজ্ঞাসানিবৃত্তি আচার্য্যের

সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যেহেতুক উপাগত বিনীত ছাত্রকে অধ্যয়ন না করান্ যে উপাধ্যায় এবং কার্য্যার্থি প্রজালোকের কার্য্য বিবেচনা না করেন যে রাজা এই দুই জন স্বকীয় শ্রেয়োদ্বারেতে অর্গলা অর্থাৎ হুড়কা দেন ইহা বেদে কহিয়াছেন। এবং সংস্কৃত ভাষাতে কিম্বা শিষ্যেরদের দেশীয় ভাষাতে অভিনয় প্রদর্শনদ্বারা বা শিষ্যেরদিগকে শাস্ত্রের যথার্থ বুঝান যিনি তিনিই গুরু হন গুরুর এই লক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিয়াছেন। এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত গুরু ইহলোকে রাজপূজিত ও সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়া পরলোকে পরমেশ্বরপ্রাপ্ত হন। শিষ্যের এই বাক্য শুনিয়া গুরু কহিলেন হে শিষ্য তুমি যাহা কহিলা সে সকলিই বাস্তব কিন্তু এতাদৃশ ধর্ম্ম কথা অনেকেরি কেবল কথার কথা মনের সহিত কোন পুণ্যাত্মার। পরকে ধর্ম্ম শুনাইতে অনেক লোক আছে কিন্তু আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যথাশাস্ত্র তদনুষ্ঠানকারী অতিবিরল কেননা ইদানীন্তন মানবেরা প্রায় ভুলিঙ্গ শকুনি ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা শুনিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসিল সে কেমন গুরু উত্তর করিলেন। ভূলিঙ্গ নামে এক পক্ষী আছে সে বিদারিত হস্তিকুম্ভস্থলমাংসাশি সিংহ যখন স্ববদন ব্যাদান করে তৎক্ষণে ক্ষিপ্ত বাণবৎ অত্যন্ত বেগে উড্ডীন করিয়া তদ্দন্তসংলগ্ন মাংসখণ্ড স্বচঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আপনি ভোজন করে কিন্তু কেহ সাহস করিও না এই শব্দ মুহুর্মুহুঃ করে। অতএব কহি এই ভূলিঙ্গ শকুনি যেমন স্বয়ং অতিশয় সাহসিক কর্ম্মকারী হইয়া অন্যকে সাহস করিতে বারণ করে তেমনি এতৎকালীন লোকেরা প্রায়ঃ সকলেই স্বধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থ ধর্ম্মকথা অন্যকে শুনায় আপনারা পুনর্যথেষ্টাচারী হয়। সে যা হউক তুমি আমার সমীপে অরুন্ধতী তারা জ্ঞানার্থ আসিয়াছ আমার তোমাকে তাহা জানাইবার আবশ্যক যেহেতুক আমি তাহা জানি। ইহা কহিয়া স্বয়ং মনে বিবেচনা করিলেন যে অরুন্ধতী অতিসূক্ষ্ম তারা তাহা ইহাকে প্রথমতঃ উপদেশ করিলে এ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেননা স্থূলতম স্থূলতর স্থূলপদার্থ জ্ঞান পরম্পরাক্রমে সোপানারোহণ ন্যায়ে ব্যুৎপন্ন চিত্ত পুরুষেরা সূক্ষ্মতম পদার্থারূঢ়বুদ্ধি হয়। যদি স্থূলার্থ অগ্রে না জানাইয়া সূক্ষ্মার্থ জানায় তবে বুদ্ধিকৌশলের অভাবপ্রযুক্ত সূক্ষ্মার্থ ধারণাতে অসমর্থ হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং

নচাপরং। এতন্ন্যায়েতে বিচ্ছিন্ন মেঘতুল্য শিষ্য নষ্ট হয়। অতএব ইহাকে অরুন্ধতী নক্ষত্রের অনতিদূরস্থ স্থূলতমাদি তারকা জ্ঞাপনানুক্রমে সূক্ষ্মতমারুন্ধতী তারকা বিজ্ঞান করা উচিত হয়। এই পর্য্যালোচনা করিয়া গুরু উপপন্ন ছাত্রকে তাদৃশানুপূর্ব্বীতে অরুন্ধতী তারার উপদেশ করিলেন। অনন্তর শিষ্য গুরুর উপদিষ্টার্থ আদরপূর্ব্বক বহুদিন নিরন্তর ভাবনা করিয়া দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। এতাদৃশ স্থূলারুন্ধতীদর্শনের ন্যায়ে শিষ্যেরদিগকে স্থূলসূক্ষ্মবেদার্থ উপদেশ করিবে ইহা মহর্ষিরা কহিয়াছেন।

সংপ্রতি শাস্ত্রার্থ গ্রহণাধিকারী কীদৃশ মানুষ হয় ও কীদৃক লোক হয় না ইহা বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনাতে কহি। এক দিবস নানা মণিগণখচিত স্ফটিকময় সভাগৃহেতে কালিদাস ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির বররুচি এতন্নামক নবসংখ্যক পণ্ডিত রত্নরাজীবিরাজিত অন্যান্য সভ্যসমূহশোভিত বৈযোগিক বর্গোপাসিত মহার্হমণিময় সিংহাসনোপবিষ্ট বহুবিধ রাজভূষাভূষিত শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বীর বিক্রমাদিত্য সাক্ষাৎকারে বিকটবদনা কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী উপস্থিতা হইল। অনন্তর এক মৃত মনুষ্যের মুণ্ড সভামধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘোরতর গভীর শব্দে কহিল হে মহারাজ তুমি অনেক পরোক্ষদর্শী বিদ্বদ্বৃন্দ লইয়া বসিয়াছ এবং আপনিও দুর্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্মার্থদর্শী বট আমি তোমার সম্মুখে এই যে মৃতমস্তক উপস্থিত করিয়াছি সে যে মনুষ্যের সে মনুষ্য পণ্ডিত ছিল কি মূর্খ ছিল ইহা ক্ষিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহ নতুবা তোমার রাজ্যের প্রজালোকদিগকে আমি ভক্ষণ করিব। রাক্ষসীর এই বচন শুনিয়া উৎকট সঙ্কট অন্তঃকরণে ভাবিয়া রাজা কালিদাসপ্রভৃতি পণ্ডিতেরদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। পরে আর২ বিদ্বানেরা অন্যোন্য মুখাবলোকন করত কেহ কিছু অবধারণ না করিতে পারিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর কালিদাস কহিলেন হে মহারাজ সরল এক শলাকা আনয়নার্থ আজ্ঞা হউক আমি ইহার নিষ্কর্ষ করিয়া দিব। পরে রাজাজ্ঞাতে আনীত শলাকা আদান করিয়া কালিদাস ঐ মুণ্ডের কর্ণ ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া এক কর্ণবিবর প্রবিষ্ট হইয়া

অন্য শ্রবণরন্ধ্রুপথে অবাধেতে বহির্নির্গত ঐ শলাকা দেখিয়া কহিলেন। হে মহারাজ এ মুণ্ড যার সে মূর্খ ছিল। এই কথা শুনিয়া পিশিতাশনা কহিল কি কারণ। কালিদাস কহিলেন যার এ মস্তক সে ব্যক্তি বেগবেগা ছিল। রাত্রিচরী কহিল সে কেমন। কালিদাস প্রত্যুত্তর করত কহিলেন মনুষ্য ব্যক্তিরা চতুর্ব্বিধ হয় বেগচিরা চিরচিরা চিরবেগা বেগবেগা যে হঠাৎ শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করে কখনো বিস্মৃত না হয় তাহাকে বেগচিরা কহি। যাহার অনেক আয়াসে গৃহীতার্থ কদাচিৎ বিস্মৃতি না হয় সে চিরচিরা হয়। এই দুই ব্যক্তির বিদ্যাতে অধিকার। যে বহুযত্নেতে গৃহীতার্থ শীঘ্র ভুলে সে চিরবেগা। যাহার এক কর্ণে শ্রুতার্থ অন্য শ্রুতিপথে ঝটিতি বহির্নিঃসৃত হয় অন্তঃকরণ স্পর্শ না করে সে বেগবেগা হয়। এই দুই প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রানধিকারী অতএব এ ব্যক্তি বেগবেগা মূর্খ ছিল। কালিদাসের এই বাক্য শুনিয়া রাত্রিঞ্চরী বিমুখী হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যাদৃশ ভাবনাতে শাস্ত্রার্থময়ী বুদ্ধি হয় তাহা শুন। এক ব্রাহ্মণ কোন কারণে স্বকীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ভার্য্যাহইতে অপমানিতত্বপ্রযুক্ত জাতশ্মশানবৈরাগ্য হইয়া বারাণসীগমন করিয়া এক পরিব্রাজকসন্নিকটে অধ্যাত্ম বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বপরম প্রেমাস্পদীভূত কলত্রপুত্র সৌভ্রাত্র মিত্র ক্ষেত্র গো মহিষ্যাদি বিষয়ভাবনাতে ব্যাকুলচিত্ততানিমিত্তক শাস্ত্রচিন্তাতে অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা উন্মনা হইয়াই থাকে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিতে পারে না। এইরূপে কএক দিন গেলে পর গুরু তাহাকে উন্মনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শিষ্য তোমাকে নিরন্তর উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে দেখি কেন সত্য কহ। গুরুর এতাদৃশ বিজ্ঞাপন শুনিয়া শিষ্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে হে গুরো আমি যে সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি সেই বিষয় সকল স্মরণ আমার হওয়াতে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকি। ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন তোমার স্বস্ত্রী স্মরণ অনবরত হয় কি অন্য অন্য বিষয়স্মৃতি অবিরত হয়। উপাধ্যায়ের এই বাক্য শুনিয়া অন্তেবাসী বলিল আমার এক মহিষী মন্দিরে আছে সে প্রচুরপয়স্বিনী তাহাকে আমি চারণার্থে প্রতি